হইলে একরারনামাতে তাহা লিখিবেন এবং শেষের প্রত্যেক একরারনামা যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে প্রস্তুত হয় তাঁহার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত হইবেক ও শেষের আসল একরারনামা পূর্ব্বের একরারনামার সহিত গাঁথা থাকিবেক এবং কেহ তাহা দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে দফ্তরের হাকিম তাঁহার স্থানে ১) এক টাকা রসুম লইয়া তাহা দৃষ্টি করান্ ও কেহ তাহার নকল লইতে চাহিলে তাঁহার স্থানে ২) দুই টাকা রসুম লইয়া যে আদালতে ঐ একরারনামা দাখিল হইয়া থাকে তথাকার মোহরযুক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেন্ আর যে কোন মোকদ্দমায় একরারনামার নকল উপরের উক্ত প্রকারে দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত দাখিল হয় সেই মোকদ্দমায় শেষের একরারনামার নকল উপরের উক্ত দস্তখৎ ও মোহরেতে সপ্রমাণ হইলে দাখিল হইতে পারে এবং পূর্ব্বের একরারনামা এপ্রকারে প্রমাণ হইবেক না যে শেষের একরারনামার লিখিত তারিখের পর ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বের একরারনামার লিখিত নামীয় কেতাবের ছাপা অথবা প্রকাশকরণিয়া ছিল ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্তেম্বরের পর সরকার বাহাদুরের অধীন দেশসকলে ছাপা

করা যে কোন কেতাব অথবা কাগজ জারী হয় তাহাতে লেখকের ও প্রকাশকের নাম ও কেতাব জারীহওনের স্থান লেখা থাকিবেক ও এই নিয়ম ও হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কেতাব প্রকাশ বা ছাপা করেন তবে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি—

—৮ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে পর সরকার কোম্পানি বাহাদুরের সংক্রান্ত দেশসকলের নিবাসির যে কেহ যেপর্য্যন্ত যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করেন্ তাঁহার নিকটে নীচের লিখনমতে একরারনামা দাখিল না করেন্ সেপর্য্যন্ত কেতাব কি অন্য২ কাগজ ছাপাকরণের কোন সরঞ্জাম রাখিতে পারিবেন না ও যে কেহ একরারনামা লিখিয়া না দিয়া এমত ছাপাকরণের সরঞ্জাম আপন নিকটে রাখিবেন তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন—

আমি অমুক একরার করিতেছি যে অমুক স্থানে ছাপাকরণের সরঞ্জাম রাখিতেছি এবং যে স্থানে অমুক

শব্দ—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১১ একাদশ আইন

শব্দ লেখা আছে সেই স্থলে ছাপাখানার অনুরূপ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবেক ইতি—

[illegible] ৯ দফা—

হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন ব্যক্তি একরারনামা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া বিপরীত একরারনামা লিখিয়া দেন তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি—

সমাপ্তঃ

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

True Translation,
PIERCE TAYLOR,
O. D. R.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৩ আগষ্টেতে ১৬ ষোড়শ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের ৫ আইনের যে ২ দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে যে যে কেহ প্রজাকে কবুলিয়তের অন্যমত করিতে পরামর্শ দেয় তাহার নামে আদালতের খরচা সম্বলিত কবুলিয়তের লিখিত খাসারার টাকার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকট নালিশ হইতে পারিবেক এবং ঐ আইনের যে ৩ তৃতীয় ধারাতে লিখিত আছে যে যে কেহ নীল বুনিবার নিমিত্তে করারদাদ লিখিয়া দিয়া আপন কবুলিয়তের লিখিত ভূমিতে বীজ না বুনে ও তাহাতে আবাদ করিতে তাচ্ছল্য ও ত্রুটি করে সে ব্যক্তি অপরাধির ন্যায় শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহা ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১ নবেম্বরঅবধি রদ হইল ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

True Translation,
PIERCE TAYLOR,
O. D. R.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আগষ্টেতে ১৭ সপ্তদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১ সেপ্তেম্বর অবধি নীচের লিখিতব্য সিক্কা টাকাভিন্ন অন্য টাকা কোম্পানির কোন টাকশালে প্রস্তুত হইবেক না—

প্রথম টাকার নাম কোম্পানির টাকা দ্বিতীয় আধলী তৃতীয় সিকী চতুর্থ দিগুণ টাকা উপরের লিখিত টাকার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রয় হইবেক তাহার প্রকার এই যে তাহার দ্বাদশাংশের মধ্যে একাদশ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন খাটী ও তাহার দ্বাদশাংশের এক অংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাদি হইবেক এবং অন্যং সিক্কা ঐ টাকার উপযুক্ত ওজন ও প্রকারে প্রস্তুত হইবেক—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে এই টাকার এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের মুখ ও নাম ও অন্য পৃষ্ঠে ইঙ্গরেজী ও ফারসী অক্ষরে—

অক্ষরে সিক্কার নাম এবং ইঙ্গরেজী অক্ষরে এষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কথা থাকিবেক এবং তাহাভিন্ন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে যখন যে উত্তম নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন তখন সেই নক্সা ও চিহ্নবিশিষ্ট হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

যদি সিক্কাতে এক শত অংশ ওজনের মধ্যে দুই অংশের অধিক ক্ষতি না হইয়া থাকে এবং তাহার কতক রূপাও ঘষা ও কাটা না হয় ও মলতব্যতিরিক্ত অন্য কোনমতে মন্দ না হইয়া থাকে তবে ঐ কোম্পানির টাকা বা আধুলী কিম্বা দ্বিগুণ টাকা কোন ব্যক্তি দেনাপাওনায় এবং অন্য কোন কর্ম্মের বিষয়ে কিছু আপত্তি করিতে পারিবেক না ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে এই কোম্পানির টাকা বোম্বাইয়ী ও মান্দ্রাজী ও ফরুখাবাদী ও সোণাতী টাকার তুল্য গ্রাহ্য ও চলন হইবেক এবং ক্রয়বিক্রয়প্রভৃতি কার্য্যে কলিকাতার সিক্কা টাকার সঙ্গে ৷৵০ পনের আনা মূল্যে গণ্য হইবেক এবং কোম্পানির আধুলী ও দ্বিগুণ টাকা বোম্বাইয়ী ও মান্দ্রাজী ও ফরুখাবাদী ও সোণাতী আধুলী ও দ্বিগুণ টাকার সমান হইবেক আধুলী ও দ্বিগুণ টাকা কলিকাতার টাকায় পনের আনার হিসাবে হইবেক ইতি—

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে কেবল এক টাকার ন্যূন টাকা আদায় করিতে হইলে এই সিক্কী লইতে হইবেক ইতি—

৬ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন বিষয়ে কলিকাতার সিক্কা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে এমত করারদাদ হইয়া থাকে যে ঐ করারদাদের টাকা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের অথবা আগরার কর্ত্তৃত্বাধীনে আদায় হইতে হইলে ঐ সুবার চলিত টাকাসকলহইতে আদায় হইবেক ও ঐ করারদাদে সিক্কা টাকার মূল্য যাহা এই আইনে ধার্য্য হইয়াছে তাহার বিকল্প হয় তথাপিও যদি কোম্পানির টাকাদকলেতে একরারনামার লিখিত টাকা ফররোখাবাদ অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের টাকাসকলের যে আন্দাজে আদায় হয় তাহাই ঐ দেনা আদায়কারণ পর্য্যাপ্ত হইবেক আরো হুকুম হইল যে যদি কোম্পানির স্থানে কর্জ্জা টাকাচাহনিয়াদিগের উপকারের নিমিত্তে কোম্পানির দেনার আসল বা সুদ কোন খাজানাখানাহইতে যাহা নোট অথবা একরারনামায় লেখা না থাকে আদায় হয় তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে পূর্ব্বের পরিবর্ত্তমত তাহা আদায় করেন ইতি—

৭ ধারা—

৭ ধারা

কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশের টাকশালে নীচের লিখিতব্য স্বর্ণমুদ্রাভিন্ন অন্য কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা যাইবেক না প্রথম এই যে প্রত্যেক স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ মোহরের মূল্য ১৫) পনের টাকা ১৮০ গ্রেন ওজন ও প্রকার এই যে দ্বাদশ অংশের মধ্যে একাদশ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন উত্তম স্বর্ণ ও দ্বাদশাংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাদি দ্বিতীয় সিক্কা ৫) পাঁচ টাকা তাহার মূল্য মোহরের তিন অংশের এক অংশ তৃতীয় সিক্কা ১০) দশ টাকা তাহার মূল্য মোহরের তিন অংশের দুই অংশ চতুর্থ সিক্কা ৩০ ত্রিশ টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণ মোহর এবং ঐ শেষের লিখিত তিন প্রকার মোহর যথার্থ প্রকার ও ওজনে প্রস্তুত হইবেক ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে এই মোহরসকলের এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের মুখ ও নাম ও অন্য পৃষ্ঠে ইঙ্গরেজী ও ফারসী অক্ষরে সিক্কার নাম এবং ইঙ্গরেজী অক্ষরে এষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কথা থাকিবেক ও ইহাভিন্ন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে যখন যে উত্তম নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন্ তখন সেই নক্সা ও চিহ্নবিশিষ্ট হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে

মোহরের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

মোহরের ও টাকার নক্সা উভয়ে ঐক্য থাকিবেক না ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে কোন ব্যক্তি দেনা প্রভৃতি আদায়ের নিমিত্তে এই আইনের লিখিত মোহর অথবা অন্য কোন মোহর দিলে তাহালওনিয়া ব্যক্তির ঐ মোহর লওয়া কি না লওয়ার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লিখিত সমুদায় সিক্কা প্রস্তুত ও জারীকরণের হুকুম দেন্ এবং তাহাভিন্ন যে সকল পয়সা ঐ২ দেশের টাকশাল হইতে জারী হয় তাহার নক্সা ও চিহ্ন পরিবর্ত্তকরণের বিষয়ে এবং কোন টাকশাল নির্দ্দিষ্টকরণ ও শুধরণ ও রহিত করণের বিষয়ে কোন চলিত আইনে এই কর্ম্মের নিষেধ থাকিলেও তাহা হুকুম করেন্ ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by	A True Translation,
A. F. DONNELLY, Esq.	PIERCE TAYLOR,
D. R.	*O. D. R.*

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৯ নবেম্বরেতে ১৮ অষ্টাদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

সরকারের সম্পর্কীয় লোকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে চাপরাস বান্ধিতে নিষেধের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ৩০ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি—

হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি চাপরাস কি অন্য কোন তগমা নিজে ধারণ করিতে অথবা আপনার অধীন লোককে ধারণ করাইতে চাহিলে তাঁহার উচিত যে সরকার কোম্পানি বাহাদুরের পেয়াদাপ্রভৃতির চাপরাসের ন্যায় আপনার চাপরাস ও তগমা প্রস্তুত না করেন এবং যদি কেহ এ হুকুমের অন্যমত করেন তবে ক্ষুদ্র অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে যেমত কয়েদ ও জরীমানা হইতে পারে তাঁহার সেই মত কয়েদ ও জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি—

সরকারের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন—

সরকারের চাকরভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার চাপরাস ও তগমা নিজে ধারণ করেন্ অথবা আপনার চাকরকে ধারণ করান্ তাঁহার উচিত যে তাহাতে আপনার নাম খোদিত ও চিত্রিত করেন্ ও ইহার অন্যথা করিলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সমক্ষে উপরের উক্তমত কয়েদ ও জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.
PIERCE TAYLOR,
Officiating Deputy Register and Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৭ দিসেম্বরেতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বর তারিখঅবধি নীচের লিখিতব্য তামার মুদ্রাভিন্ন অন্য কোন তামার মুদ্রা বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন টাকশালে প্রস্তুত হইবেক না—

প্রথম। পয়সা তাহার ওজন ১০০ গ্রেন ট্রয়—

দ্বিতীয়। দ্বিগুণ পয়সা তাহার ওজন ২০০ গ্রেন ট্রয়—

তৃতীয়। ইঙ্গরেজী এক পাই অর্থাৎ এক আনার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ৩৩ গ্রেন ও এক গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ ট্রয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের ১০ ধারার লিখিত হুকুমক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে যে নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন তাহা ঐ পয়সার উপরি অঙ্কিত থাকিবেক—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি উপরের লিখিত পয়সা কোম্পানির টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগের তুল্য এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের তুল্য এবং ঐ পাই এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য চলন ও গ্রাহ্য হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বরঅবধি দেনাপ্রভৃতিতে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বসম্পর্কীয় সমস্ত দেশে এক টাকার ন্যূন আদায় করিতে হইলে ঐ পয়সা লইতে হইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register
and Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২২ ফেব্রুআরিতে ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি—

যেহেতুক চতুর্থ শ্রীশ্রী বাদশাহের জলুসের নবম বৎসরে পার্লিমেন্টের যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে গোত্রহীন ঋণি লোকের উপকারের নিমিত্তে জারী হইয়াছিল ও পুনরায় পার্লিমেন্টের অন্য এক আইনক্রমে ঐ আইন চতুর্থ উলিয়মের জলুসের দ্বিতীয় বৎসরে ১৮৩৬ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত স্থিরকরা যায় এক্ষণে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত পার্লিমেন্টের আইন ১৮৩৯ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত সেই মত স্থির ও চলন থাকিবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

(A True Translation,)

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৫ পঞ্চম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৭ মার্চ তারিখে ৫ পঞ্চম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গালাদেশের জিলা অথবা শহরের কোন জজসাহেবের সমক্ষে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত গুজরাইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে ডিক্রী জারীকরণের ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৮ অষ্টম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৮ মার্চ তারিখে ৮ অষ্টম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখঅবধি জিলা ও শহরের যে প্রধান সদর আমীনী ও সদর আমীনী ও মুনসেফী কর্ম্ম বাঙ্গলাপ্রেসীডেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তাহা পাইবার যোগ্য কেবল বিজ্ঞতা ও ধার্ম্মিকতাদৃষ্টে হইবেন বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে হইবেন না ইতি—

২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে যে প্রত্যেক ইঙ্গলণ্ডীয় কি ইঙ্গলণ্ডীয় জাত ব্যক্তি প্রধান সদর আমীনী কি সদর আমীনী অথবা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন কর্ম্মকরণেতে অন্যং দেশীয়ের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১০ দশম আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে ১০ দশম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে বাঙ্গলাদেশের শৃঙ্খলা করিবার বিষয়ে জারীহওয়া ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি—

২ ধারা—

যদি নীলগাছের স্বত্ব অথবা কর্ত্তৃত্বের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ নীলগাছদেওনের হুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে ঐ নীলগাছ কাটিয়া লওন ও হস্তগতকরণের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হৃদ্বোধজনক জামিনী এই মজমুনে দাখিল করে যে পাওয়া নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির স্বত্ব

প্রমাণ—

প্রমাণ হইলে কি ঐ জমীর উপস্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবৎ হইলে অথবা তাহার মালগুজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী হইব ইতি

৩ ধারা

হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে রাইয়তের সহিত কোন লেখাপড়া করিয়া থাকে ও ঐ রাইয়ত নীল আবাদ ও তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিবার বিষয়ে একরার করিয়া থাকে ও ঐ ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া স্থির রাখিবার বিষয়ে কিছু টাকা দাদন দিয়া থাকে তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া ও দাদনদেওনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদনকরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়ার অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার খেসারতের ডিক্রী করে কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপন কর্জা টাকা উসুলকরণের নিমিত্তে কি চলিত আইনানুসারে তাহার সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে তবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর নালিশ করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির থাকিবেক না ইতি

৪ ধারা

হুকুম হইল যে যে আদালতে কোন মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী

১৮২৩

১৮২৩ সালের ৬ আইন ... দশম আইন—

১৮২৩ সালের ৬ আইন ... এই ... ... আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বুঝি... ... বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে ... ও আসামীর স্থানে এ ... আমীর ... হইলে ত... ক্ষতি ও ব্যয় ... থাকে তাহা দেওয়াইয়া দেন

৫ ধারা

... হইল যে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে নম্বরী কি ... মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই ... তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ... ত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনকে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে তাহা অর্পণ করেন ও ঐ প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন জজসাহেবের ন্যায় কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি—

সমাপ্তঃ—

...YLOR,
...ting Deputy Register
...nd Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১১ একাদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৯ মাই তারিখে ১১ একাদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের জলুসের ৫৩ সালে পার্লিমেণ্টের যে আইন ভারতবর্ষে পুন র্মিয়াদের মধ্যে চারটর অর্থাৎ কোম্পানির সনদের লেখা কোম্পানির কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থিররাখণ ও সুবিচারিত আইন সকল প্রস্তুত ও জারীকরণ ও ঐ সনদের লেখা দেশসক লের চতুঃসীমার মধ্যে তেজারতসম্পর্কীয় আমদানী ও রফ্তানীর কার্য্যসকলের শৃঙ্খলাকরণের বিষয়ে জারী হই য়াছিল ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি তাহার ১০৭ প্রকরণ জারী ও চলন থাকিবেক না ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখ অবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থানদৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় নীচের লিখিতব্য আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না ইতি—

ফোর্ট—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১১ একাদশ আইন।

কোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গলাদেশের আদালতসকলের ফিরিস্তি—

সদর দেওয়ানী আদালত। জিলা ও শহরের আদালত সকল। প্রধান সদর আমীনের আদালত। সদর আমীনের আদালত।

কোর্ট জর্জের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় আদালতসকলের ফিরিস্তি—

সদর আদালত। আপীলের আদালত। জিলার আদালত। আসিষ্টান্ট জজের আদালত। রেজিষ্টরসাহেবের আদালত। এদেশীয় বিচারকারকদিগের আদালত—

বোম্বাইয়ের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় আদালতসকলের ফিরিস্তি—

সদর আদালত। জিলার আদালত। এদেশীয় বিচারকারকদিগের কাছারী। এদেশীয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার কমিস্যনরদিগের কাছারী—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR.

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৩ মাই তারিখে ১৩ ত্রয়োদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি পূর্ব্বের চলিত কলিকাতার সিক্কা টাকা দেনা প্রভৃতি পরিশোধকরণের নিমিত্ত চলন ও গাহ্য হইবেক না কিন্তু মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব ও অন্য২ খাজানার সরবরাহকারেরা ঐ টাকা রূপার ওজনের হিসাবে লইবেন তাহাতে তাহা পুনর্মুদ্রিতকরণের নিমিত্তে শতকরা ১ এক টাকা খরচা লওয়া যাইবেক ইতি—

২ ধারা—

প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি বাঙ্গলাদেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম আছে যে ১৮০৯ সালের ১০ আইন ও ১৮১৪ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৫ সালের ২১ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে বারাণস ও ফররোখাবাদের টাকশালে যে পয়সা মুদ্রিত হয় তাহা কলিকাতার টাকশালের

মুদ্রিত—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন

মুদ্রিত পয়সার তুল্য বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যার মধ্যে চলন হইবেক আরো হুকুম হইয়াছিল যে ঐ পয়সা দেনা প্রভৃতি পরিশোধকরণের নিমিত্তে ফিটাকায় ১৬ ষোল গণ্ডার হিসাবে চলিবেক তাহা রদ হইল উত্তরকালে বারাণসী ও ফরোখাবাদী পয়সা ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ১০ আইন ও ১৮১৪ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৬ সালের ২১ আইনের লেখা হুকুমক্রমে যে২ প্রদেশের নিমিত্তে মুদ্রিত হইয়াছিল কেবল সেই২ প্রদেশে চলিবেক ইতি

সমাপ্তঃ

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ০ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফকে ফসলী ১২৪৩ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৩ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৩ মাহরমে ১৪ চতুর্দশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনের লেখা যেং হুকুম এবং ১৮২৫ সালের ১৫ আইন ও অন্য যেং আইন বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীতে জিনিসের রাহাদারী ও শহরের পরিমিটের মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ে জারী ও চলন আছে এবং মাসুলের সংখ্যানিরূপণের ফর্দ্দসকল ও ঐং ফর্দ্দের লেখা অন্যং হুকুম এবং ঐ প্রসীডেন্সীতে জলপথদিয়া যে সমস্ত জিনিস আইসে কি যায় তাহার মাসুলনিরূপণের সংখ্যা যেং আইনে লিখিত আছে—

বাঙ্গলাদেশের রাহাদারী ও শহরের মাসুলের বিষয়ি এক্ষণকার চলিত আইনসকল রদ হইবার এবং জলপথে আমদানী ও রফ্তানী হওয়া সমস্ত জিনিসের মাসুলের সংখ্যাধার্য্যকরণসম্পর্কীয় আইনসকল রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইন

এই আইনের হুকুমহইতে সায়েরমহালপ্রভৃতির চৌকীতে যে মাসুল লওয়া যায় তাহা রহিত ও মুক্ত হইবার কথা।

আছে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি ঐ২ হুকুমইত্যাদি রদ হইবেক প্রকাশ করা যাইতেছে যে এ আইনের লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোম্পানির দেশের মধ্যে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর মাসুল লইতে এক্ষণকার চালুত সংখ্যামতে যমুনানদীর চৌকীতে কি অন্য২ সীমার জল পথের চৌকীতে নিষেধ হইবেক এবং পশ্চিমদেশের লবণের মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ি আইনসকল এই আইনের সহিত কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি—

পশ্চিমদেশের লবণের মাসুলের কথা।

২ ধারা—

এই আইনের শেষের লিখিত (ক) চিহ্নিত ফর্দমতে আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা কি সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানে জলপথদিয়া আমদানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুল এই আইনের শেষের লিখিত (ক) চিহ্নেতে চিহ্নিত ফর্দের তফসীলমত লওয়া যাইবেক এবং তাহাতে কোন২ জিনিসের মাসুল লইতে মাফ অর্থাৎ ক্ষমার বিষয়ও লিখিত আছে এবং ঐ ফর্দ তাহার লিখিত স্মরণীয় লিপির সহিত এই আইনের একাংশ বোধ করা যাইবেক ইতি—

৩ ধারা—

এই আইনের শেষের লিখিত (খ) চিহ্নিত ফর্দ

আরো হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা অথবা সুবে

বাঙ্গালা—

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানহইতে জল পথ দিয়া রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (খ) চিহ্নেতে চিহ্নিত ফর্দ্দের তফসীলমত লওয়া যাইবেক ও তাহাতে কোন২ জিনিসের মাসুলওনের মাফের বিষয়ও লিখিত আছে এবং ঐ ফর্দ্দ তাহার লেখা সরণীয় লিপিসম্বলিত এই আইনের একাংশ গণ্য হইবেক ইতি—

মতে রফ্তানী হওয়া জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ ধারা—

হুকুম হয় যে ঐ ফর্দ্দের লেখ যে২ জিনিস মাসুলওনের যোগ্য তাহা রাজ্যাদেশের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত সমস্ত মাসুল কি তাহার কোন অংশহইতে মুক্ত হইবেক না কিন্তু পরিমিটের কালেক্টর কি পরমিটের কাছারীর অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা রাখিবেন যে যদি কোন ব্যক্তি ব্যবহারকরা অথবা আবশ্যক জিনিসপ্রভৃতির মাসুল মাফ করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহা মাফ করেন

সরকারের হুকুমভিন্ন কোন জিনিসের মাসুল মাফ না হইবার কথা।

কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনমতে ঐ সকল জিনিস ছাড়িয়া দেওনের পূর্ব্বে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের উপদেশানুসারে ঐ২ জিনিস এই আইনের লিখনমতে ছাড়িয়া দিবার যোগ্য কিনা ইহার বিচার করেন ইতি—

কিন্তু পথিকলোকের ব্যবহারকরা ও আবশ্যক জিনিসের মাসুল কালেক্টরসাহেব বিচারকরণের পর মাফ করিতে পারিবার কথা।

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

৫ ধারা—

আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের বিষয়ে নূতন মাসুল তহসীলকরণের বিধি এক্ষণকার চলিত আইন পূর্ব্বের মত থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা অথবা ফোর্ট উলিয়মের বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুলদাওনের বিষয়ে যে২ আইন এক্ষণে জারী আছে তাহা পূর্ব্বের মত জারী থাকিবেক এবং আমদানী ও রফ্তানীহওয়া জিনিসের মাসুললওনবিষয়ি ঐ২ আইন এ আইন রদ কি ইহার বিপরীত কোন আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত জারী ও চলন থাকিবেক ইতি—

৬ ধারা—

বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের এক সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে ক্ষমতা আছে যে তাহার মধ্যে বহরদারের তরফহইতে জিনিসের তালিকার ফর্দ পাঠাইবার নিমিত্তে আড়কাটির হস্তে দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত কোন জাহাজ আসিতে না পারিবার কথা।

হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়মের বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে কলিকাতা গেজেটের ছাপাহওয়া হুকুমানুসারে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় প্রত্যেক নদী ও বন্দরের মধ্যে এক সীমা নির্দ্দিষ্ট করেন যে তাহার মধ্যে এদেশীয় সুলুপ ও দুণীব্যতিরিক্ত এই আইনের ২২ ধারার বেওরা করিয়া লিখিতব্য বোঝাই কোন জাহাজ যেপর্য্যন্ত নাখোদা কিম্বা বহরদার ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৫ ধারার লিখিত নক্সানুসারে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিসের তালিকার ফর্দ ডাক কি অন্য কাহারু দ্বারা নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে পাঠাইবার—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

হইবার নিমিত্তে পৈলেট অর্থাৎ আড়কাটিকে অর্পণ না করে সেপর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক না এবং ঐ ফর্দ্দের যথার্থতার নিমিত্তে হুকুম হইল যে নাখোদা কিম্বা জাহাজের বহরদার আপন দাখিলকরা ফর্দ্দে কিছু প্রবঞ্চনা করিলে ১০০০৲ এক হাজার টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইহা ভিন্ন যেং জিনিস ও বস্তাসকল ফর্দ্দের লেখা পরিমাণহইতে অধিক হয় অথবা ঐ জিনিসের প্রকারের বিভিন্নতা হয় কি চিহ্ন ও নম্বরের বৈলক্ষণ্য হয় তবে ঐং জিনিস গেরেফ্তার ও ক্রোক এবং নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ মাসুল লইবার যোগ্য হইবেক উপরের উক্ত সীমার নীচে বা বাহিরে কোন জাহাজ পঁহুছিলে ঐ জাহাজের নাখোদা কি বহরদারের উচিত যে লঙ্গর করিবামাত্র উপরের লেখা হুকুমানুসারে জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটির হস্তে অর্পণ করে আর নাখোদা কি বহরদার যে বন্দরে পরিমিট স্থাপিত থাকে ঐ বন্দরে কোন জাহাজ লঙ্গর করিয়াও যদি ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিবারাত্রির মধ্যে আপন জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটিকে না দেয় তবে ১০০০৲ এক হাজার টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা আদায় না করিলে কখনো ঐ জাহাজে ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী হইবেক না ও পোর্ট ক্লিয়র অর্থাৎ ছাড়িচিঠী পাইবেক না ইতি—

নাখোদা কি বহরদার ফর্দ্দের যথার্থতার বিষয়ে জওয়াব দিবার ও ঐ ফর্দ্দে বিপরীত লিখিলে ১০০০৲ টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবার কথা।

ফর্দ্দের লেখা জিনিস অধিক হইলে ও ফর্দ্দের লেখা প্রকারের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহা গেরেফ্তার ও ক্রোক হইবার কথা।

নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমমতে এই বিষয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ মাসুল দিতে হইবার কথা।

নাখোদা কি বহরদার কোন জাহাজ ঐ সীমার নীচে লঙ্গর করিবামাত্র তাহার জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটিকে অর্পণ করিবার কথা।

২৪ ঘণ্টা মিয়াদ অর্থাৎ এক দিবারাত্রির মধ্যে ঐ ফর্দ্দ আড়কাটিকে অর্পণ না করিলে ১০০০৲ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

৭ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন—

৭ ধারা—

জিনিসের ফর্দ তাহার নকলের সহিত দাখিল না হইলে কোন জাহাজহইতে জিনিস উবরা না করা যাইবার কথা।

হুকুম হইল যে কোন জাহাজের ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরীহওনের দরখাস্ত গুজরাইবার সময়ে কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপরের ধারার উক্ত জিনিসের ফর্দ তাহার নকলের সহিত দাখিল না হইলে এবং ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ জিনিস ছাড়িয়া দিবার হুকুম না করিলে ঐ জাহাজের জিনিস উবরা করা যাইবেক না এবং ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি আবশ্যক বুঝেন তবে যেপর্য্যন্ত অন্য যে স্থানহইতে ঐ জাহাজ আসিয়া থাকে ঐ স্থানের পরিমিটের ছাড়চিঠী এবং কাকট অর্থাৎ অনুমতিপত্র ও অন্য২ কাগজ দাখিল না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা ছাড়িয়া দিবার হুকুম না করেন ইতি—

পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে জাহাজের পত্রে২ কাগজ অর্থাৎ হুকুমনামাসম্বলিত ছাড়চিঠী ও অনুমতিপত্রপ্রভৃতি দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী না করিবার কথা।

৮ ধারা—

কোন জাহাজের উপর পরিমিটের আমলা নিযুক্ত করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় বন্দর সকলের নিযুক্ত পরিমিটের প্রত্যেক কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে উচিত বুঝিলে কোন সময়ে কোন জাহাজে এক বা ততোধিক পরিমিটের আমলাকে নিযুক্ত করেন এবং ঐ আমলা ঐ জাহাজ বন্দরহইতে বাহির না হওয়া কিম্বা কালেক্টরসাহেবের দ্বিতীয় হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত দিবারাত্রি ঐ জাহাজে থাকে ইতি—

ঐ পরিমিটের আমলা জাহাজ বন্দরহইতে বাহিরে না যাওয়াপর্য্যন্ত ঐ জাহাজেই থাকিবার কথা।

৯ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন

৯ধারা

হুকুম হইল যে নাখোদা অথবা জাহাজের অন্য কোন কার্য্যকারক উপরের লেখা হুকুমমতে নিযুক্ত পরিমিটের আমলাকে জাহাজের ভিতরে যাইতে কি উপযুক্ত বাসস্থান ইত্যাদি না দিলে এক২ দিনের অপরাধে ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং কলিকাতার নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে ঐ জরীমানার হুকুম হইবেক আর জাহাজের নাখোদা কি অন্য কার্য্যকারক ব্যক্তি জরীমানা দিবার যোগ্য হইয়া যেপর্য্যন্ত ঐ জরীমানার টাকা আদায় না করে সেপর্য্যন্ত ঐ জাহাজ ঐ স্থানহইতে যাইতে পরিবেক না ইতি

কোন ব্যক্তি হুকুম না মানিয়া পরিমিটের আমলাকে আপন জাহাজে উপযুক্ত বাসস্থানাদি না দিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

১০ধারা

হুকুম হইল যে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব কোন জাহাজের তালাশীকরা আবশ্যক বুঝিয়ে এই মজমুনে আপনার হুকুমনামা জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলার কি ঐ আমলার তাবে কোন ব্যক্তির নামে জারী করেন ও ঐ আমলা এপ্রকার হুকুমনামা পাইলে তাহার ক্ষমতা আছে যে জাহাজের নীচের তালার কুটরী ও সিন্দুক ও দেওয়ালের তক্তা সকল খুলিবার হুকুম দেয় ও যদি কেহ তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করে তবে উপরের লিখিত কুটরী ও সিন্দুকপ্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ছাপান যত জিনিসপত্র বাহির হয় ও

প্রত্যেক জাহাজের তালাশী করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা

প্রতিবন্ধকতা করিলে তক্তাপ্রভৃতি ভাঙ্গিবার হুকুমের কথা।

ছাপান জিনিস ক্রোককরণের হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবের

কোন নাখোদা তালাশী দিতে স্বীকার না করিলে ১০০০ টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় তাহাতে সন্দেহ হয় তাহা ক্রোক হইবেক আর যে নাখোদা কি জাহাজের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তালাশীকরণিয়া আমলার প্রতি প্রতিবন্ধকতা ও দুষ্টতা করে ও পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের হুকুমের অন্যথায় আপন জাহাজের তালাশী করিতে না দেয় তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি তথাকার জুষ্টিস আফদি পীসসাহেবের নিকটে ১০০০৲ এক হাজার টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি—

১১ ধারা—

রেজিষ্টরী না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজের মাল বোঝাই কি উবরা করিতে নিষেধের কথা।

হুকুম হইল যে যে বন্দরে জাহাজ পঁহুছিয়াছে ঐ বন্দরের পরিমিটের মোকামে কোন জাহাজের ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী এবং ছাড়িচিঠী না হইলে ঐ জাহাজহইতে কোন জিনিস উবরা বা বোঝাই করা যাইবেক না এবং পরিমিটের যে আমলা জাহাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার বরং পরিমিটের সমস্ত আমলার উচিত যে যদি উপরের লেখা হুকুমের অন্যথায় কোন জাহাজহইতে যে২ জিনিস উবরা বা বোঝাই করা যায় কিম্বা কোন ব্যক্তি বোঝাই বা উবরা করিতে উদ্যোগ করে তবে ঐ২ জিনিস ক্রোক করে আর চলিত দাঁড়ামতে পরিমিটের কাছারীতে জাহাজের রেজিষ্টরী হইলে যত জিনিস মালিকের ইচ্ছা ও কহত মতে সেই জাহাজের উপর পুনরায় অন্য দেশে ফিরিয়া যাইবেক—

বেক না তাহা ডেঙ্গায় উঠান যাইবেক এবং রফ্তানীর জিনিস সকল এক্ষণকার চলিত দাঁড়ানুসারে জাহাজের উপর বোঝাই হইবেক ও যদি কোন জিনিস অথবা মাল চলিত দাঁড়ার অন্যথায় উবরা কি বোঝাই করা যায় তবে সেই জিনিস ও মাল জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি—

এক্ষণকার দাঁড়ামতে মাল উবরা ও বোঝাইকরণের কথা।

১২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত দাঁড়ামত তফসীলের ফর্দ দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে কোন জিনিস উবরা করা যাইবেক না আর যত জিনিস জাহাজের তালাশী করাতে তফসীলের ফর্দমত না হয় এই আইনের ৬ ধারার লিখনানুসারে জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলার দ্বারা তাহা ক্রোক করা যাইবেক ও যদি ফর্দ্দের লিখিত জিনিস তালাশীর সময়ে জাহাজহইতে বাহির না হয় কি কোন জিনিসের ন্যূনতা হয় ও তাহাতে কিছু সন্দেহ হয় ও কারণ না থাকে আর যদি এইমত জাহাজের উবরাকরা সমস্ত জিনিস পরিমিটের মোকামে অথবা পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা কোন ঘাটের উপর কি অন্য কোন স্থানে না পঁহুছাইয়া থাকে যে আইনানুসারে ঐ ঘাট অথবা ঐ স্থান হইতে ঐ২ জিনিসের ছাড়িদেওয়া যাইবেক তবে নাখোদা কি বহরদার খোয়া যে২ বস্তার মূল্য ধার্য্য নাহি তাহার প্রত্যেক বস্তার কারণ ৫০০) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা

তফসীলের ফর্দ দাখিল না করিলে জাহাজের মাল উবরা না করিতে পারিবার কথা।

জাহাজের উপর মাল জব্দ হইবার কথা।

নাখোদা আপন জিনিসের ফর্দের যথার্থতার বিষয়ে জওয়াব দিবার ও জিনিস ফর্দের তফসীলমত হইবার এবং দাঁড়ামত জিনিসের ছাড়ি পাইবার কথা।

নতুবা যে প্রত্যেক বস্তার মূল্য ধার্য্য নাহি তাহার কারণ ৫০০ টাকা জরীমানার ও সম্ভব হইলে দ্বিগুণ মাসুল লওনের যোগ্য হইবার কথা।

দিবার—

ভুল এ আলস্যক্রমে লেখা অশুদ্ধ কর্দ শুধরিবার ও বাদের বাঁচার কথা।

দিবার যোগ্য হইবেক আর আদায়ের যোগ্য হইলে তাহার স্থানে দ্বিগুণ মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে পরিমিটের কালেকটরসাহেব জাহাজের মাখোদা অথবা মালিককে তাহারদের ভ্রমক্রমে লেখা অশুদ্ধ কর্দ শুধরণের কি যেহ বিষয় আলস্য ও ভ্রমক্রমে ঐ কর্দে লেখা যায় নাহি তাহা লিখিবার কারণ অনুমতি দিতে পারেন না কিন্তু এই বিষয়ের দরখাস্তে দৃষ্টি করিয়া ঐ কালেকটর সাহেব আপন বিবেচনায় উচিত জানিলে তাহা মঞ্জুর করেন ইতি—

১৩ ধারা—

অন্যায়রূপে কিছু লইলে পরিমিটের আমলার ৫০০ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

এবং ঘুষদেওনিয়া ব্যক্তির ঐরূপ জরীমানা দিবার কথা।

হুকুম হইল যে পরিমিটের যে কোন আমলা আপন কর্ম্ম দোষকরণে কিছু ঘুষ লয় অথবা সরকারের আইনের কি কোন হুকুমের নিষিদ্ধ কিছু তলব করে অথবা লয় ঐ আমলার একং অপরাধের কারণ (৫০০) পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক আর যে কোন ব্যক্তি সরকারের খাজনা মন্দ করিবার নিমিত্তে পরিমিটের কোন আমলাকে কিছু ঘুষ দিবেক তাহার স্থানেও উপরের উক্তমত জরীমানা লওয়া যাইবেক আর ঐ জরীমানা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অথবা শহর কি জিলা কিম্বা যে স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব পরিমিটের ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন তথাকার জষ্টিস আফ

মি—

দি পোলিসসাহেবের বিচারমতে লওয়া যাইবেক ও ঐ জরী মানার টাকা না দিলে অপরাধি ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেই শহর কি জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ থাকিবেক ইতি—

১৪ ধারা—

কোকদ্দমা জিনিসের ক্রোক দখার তজবীজকরণ ও তাহা জব্দ অথবা ছাড়িয়া দেওনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

হুকুম হইল যে সন্দেহকরা কোন জিনিস গেরেপ্তার হইলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব আপনার বিবেচনানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়া সেই জিনিস ছাড়িয়া দিবার হুকুম করেন্ ও যদি ঐ সাহেব ঐ সমস্ত জিনিস জব্দ করিতে উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে ঐ রিপোর্ট চূড়ান্ত হুকুম পাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের পরিমিটের কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও কোন ক্রোকী জিনিস ছাড়িয়া দিবার অথবা কোন অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাফ করিবার ক্ষমতা নাহি ইতি—

বোর্ডের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুমের আবশ্যকের কথা।

১৫ ধারা—

জিনিস উবরাকরণের কারণ জাহাজের পরিমাণানুসারে ২০। কি ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণের কথা।

হুকুম হইল যে ৬০০৲ ছয় শত টনের অনধিক বোম্বাই জাহাজের আমদানীহওয়া জিনিস উবরা করিবার নিমিত্তে—

নিমিত্তে রবিবার ও বন্দের দিনব্যতিরিক্ত ২০ বিশ দিন ও উপরের লিখিত পরিমাণহইতে অধিক বোঝাই জাহাজের জিনিস উবরা করিবার নিমিত্তে উপরের উক্ত বন্দের দিবস ভিন্ন ৩০ ত্রিশ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং পরিমিটের আমলা টাইড উএটর কি পরিমিটের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ যে দিবস জাহাজে আসিবেক সেই দিবসাবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক ইহাভিন্ন যদি জাহাজের বোঝাই সমুদয় জিনিস ঐ মিয়াদের মধ্যে উবরা না হয় তবে জাহাজের নাখোদা ও বহরদার সরকারের নিরূপিত মিয়াদের অধিক দ্বিতীয় মিয়াদের টাইড উএটর ও অন্য২ আমলার মাহিয়ানার টাকা সমস্ত খরচাসমেত দিবার যোগ্য হইবেক এবং জিনিসের মালিক কি আনয়নকারী অথবা গোমাশ্তা লোকেরা আপন২ জিনিস ঐ মিয়াদের মধ্যে উবরা না করিলে নাখোদা কি বহরদারের কর্ত্তব্য যে ঐ সমস্ত জিনিস জাহাজহইতে বাহির করিয়া দেয় এবং নিরূপিত মিয়াদের শেষ হইলে আমদানীহওয়া কোন জিনিস জাহাজে থাকিলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সরকারের মাসুল ও জাহাজের বোঝাই জিনিসের ভাড়া ও অন্য যে২ খরচ লইবার আবশ্যক হয় তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে নাখোদার হস্তে রসীদ দিয়া উবরা করিবার ও

ঐ মিয়াদ গত হইলে নাখোদা পরিমিটের আমলার খরচ দিবার যোগ্য হইবার কথা।

গোমাশ্তাপ্রভৃতির গাফিলী হইলে নাখোদা জিনিস উবরা করিবার কথা।

নাখোদা ও গোমাশ্তাপ্রভৃতির গাফিলী হইলে জিনিস উবরা করিতে ও গুদামে রাখিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

ঐ—

ঐ সমস্ত জিনিস গুদামে রাখিবার হুকুম করেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে সর্ব্বপ্রকারে কালেক্টরসাহেব কি পরিমিটের মোকামের নিযুক্ত অন্য কোন সাহেবের ক্ষমতা আছে যে কোন জাহাজের নাখোদার সম্মতি ও ইচ্ছা মতে ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীকরণের সময়হইতে ২০ দিন মিয়াদ গত না হইলেও মাসুল ও অন্য২ খরচ আদায় করিবার নিমিত্তে সমস্ত বস্তা উবরা করিতে অথবা সরকারী গুদামে রাখিতে হুকুম দেন্ এবং যদি গুদামে রাখা কি জাহাজহইতে উবরাকরা জিনিসের মালিক উবরাকরণের দিনহইতে তিন মাসের মধ্যে হাজির না হয় ও জিনিসের নিয়মিত ছাড়ি না লয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সরকারী মাসুল ও জাহাজের বোঝাই জিনিসের ভাড়া ও অন্য২ খরচ আদায় করিবার নিমিত্তে ঐ২ জিনিস নীলাম করেন্ ইতি—

২০ দিন মিয়াদ গত না হইলেও জাহাজের নাখোদার সম্মতিক্রমে বস্তা বাহির করিতে কালেক্টর কি পরিমিটের নিযুক্ত অন্য কোন সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা—

হুকুম হইল যে আমদানীহওয়া সমস্ত জিনিস উবরা করা গেলে রফ্তানীজিনিস জাহাজের উপর বোঝাই করা যাইবেক এবং ৬০০ ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই হইলে রফ্তানীজিনিস বোঝাই করিবার কারণ রবিবার ও বন্দের দিন ভিন্ন ১৫ দিবস ও ৬০০ ছয় শত টনের অধিক বোঝাই হইলে ২০ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং এই ধারার উক্ত মিয়াদ গত হইলে জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আম

যে সময়াবধি জিনিস বোঝাইকরণের আরম্ভ হইবেক তাহার কথা।

আমদানীহওয়া জিনিস উবরাকরা হইলে রফ্তানীর জিনিস বোঝাই করিবার কারণ ১৫ কি ২০ দিন মিয়াদ নিরূপণ হইবার কথা।

লাদিগের—

দারদিগের মাহিয়ানাপ্রভৃতি খরচ নাখোদা ও বহরদারের স্থানে লওয়া যাইবেক ও যদি কোন জাহাজ আমদানীহওয়া জিনিস উবরা করিলে পর খালী থাকে তবে জাহাজে নিযুক্ত ঐ পরিমিটের আমলারা আবশ্যক জিনিসভিন্ন অন্য কোন জিনিস জাহাজে নাহি এই সংবাদ কালেকটরসাহেবকে জানাইলে ঐ আমলারা জাহাজহইতে উঠিয়া যাইবেক এবং এইপ্রকার খালী জাহাজ রফতানীজিনিস বোঝাই করিবার নিমিত্তে পরিমিটের ঘরে রেজিষ্টরী হইলে পরিমিটের আমলা তাহাতে নিযুক্ত হইবেক ও যে দিন পরিমিটের আমলা উপরের উক্ত আবশ্যক জিনিসব্যতিরিক্ত জাহাজের মধ্যে অন্য কোন জিনিস না থাকিবার সমাচার কালেকটরসাহেবকে জানায় সেই দিনাবধি রবিবার ও পর্ব্বের দিনভিন্ন ৬০০ ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই হইলে রফতানীজিনিস বোঝাই করিবার কারণ ২০ দিন তাহাহইতে অধিক বোঝাই হইলে ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে বন্দরহইতে জাহাজ রওয়ানা না হওনের তারিখপর্য্যন্ত জাহাজের নাখোদা ও বহরদার জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলাদিগের মাহিয়ানাপ্রভৃতি খরচ দিবেক ইতি

কোন জাহাজ খালী থাকিলে পরিমিটের আমলা তাহার সংবাদ করিয়া জাহাজহইতে উঠিয়া যাইবার কথা।

রফতানীর জিনিস বোঝাই করণের কারণ জাহাজের পরিমাণানুসারে ২০ কি ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণ হইবার এবং তাহাপার আবশ্যক ও জাহাজ খালী থাকিবার সংবাদ দেওনের কথা।

১৭ ধারা

নাখোদা জরীমানার যো

হুকুম হইল যে নাখোদা কি জাহাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ পরিমিটের আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধেতে অপরাধী

রাধী হইয়া জরীমানার যোগ্য হইলে পরিমিটের কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুম পাওনমতে জরীমানা আদায় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ জাহাজের ছাড়িচিঠী না দেন ইতি—

গত হইলে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার টাকা আদায় না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজের ছাড়ি না দিবার কথা।

১৮ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ছাড়িচিঠী পাইলে পর মাসুল লইবার এবং জিনিস ওজনই তদারক করিবার ও পুনরায় অন্য জিনিস বোঝাই করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহার স্থানে দ্বিগুণ মাসুল লওয়া যাইবেক আর জিনিসসকল মাফ করিবার উপযুক্ত হইলে বাজারভাওঅনুসারে শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

ছাড়ি জারী হইলে পর কোন জিনিস বোঝাই করিলে তাহার কারণ দ্বিগুণ মাসুল লওনের হুকুমের কথা।

১৯ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন বন্দরহইতে ছাড়িচিঠী পাওয়া কোন জাহাজ ঝড়তুফানপ্রযুক্ত ঐ বন্দরে ফিরিয়া আইসে কি বানীচালিইত্যাদিহওয়াপ্রযুক্ত যে জাহাজের ছাড়ি একবার দেওয়া গিয়াথাকে তাহাহইতে জিনিস উবরা করিবার আবশ্যক হয় তবে জিনিস উবরা করিবার কি ঐ জাহাজহইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করিবার সময়ে পরিমিটের আমলা ঐ জাহাজে ও তাহার বোঝাই জিনিসের উপর নিযুক্ত হইবেক এবং ঐ জাহাজহইতে অন্য জাহাজে বোঝাই হইলে যদি পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের হুকুমমতে

ঝড়তুফান কি বানীচালিইত্যাদিপ্রযুক্ত সেই বন্দরে জাহাজ ফিরিয়া আইলে তাহাতে পরিমিটের আমলা নিযুক্ত হওনের কথা।

বন্দরহইতে জাহাজ বাহির গেলে যদি পরিমিটের

নির্দ্দিষ্ট—

আমলা রক্ষণাবেক্ষণে না থাকে তবে পুনর্ম্মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে না থাকে কি অন্য জাহাজে পরিবর্ত্তহওন মতে পুনরায় না যাওয়াপর্য্যন্ত পরিমিটের বিশেষ আমলা দিগের রক্ষণাবেক্ষণে না রাখা যায় তবে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিসের মাসুল একবার আদায় হইয়াছে বলিয়া পুনর্ম্মাসুল মাফ হইবেক না এবং জিনিসলওনিয়া ও আপন জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি ঐ জিনিসের নিযুক্ত পরিমিটের আমালার সমুদয় খরচ দিবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে ছাড়িচিঠী পাইবার পর

ছাড়িচিঠী পাইলেপরজাহাজ ফিরিয়া আইলে রফ্তানী জিনিসের মাসুল সরকারহইতে ফিরিয়া দেওন ও না রাখা দাহইতে ড্রাবেক পুনঃপাওনের কথা।

কোন জাহাজ ঝড়তুফান কি বানীচালিইত্যাদিহওয়াপ্রযুক্ত কোন বন্দরে ফিরিয়া আইলে মালিক কি নাখোদা অথবা বহরদারের ক্ষমতা থাকিবেক যে পুনরায় আপন জাহাজের রেজিষ্টরী করায় ও আমদানীহওয়া জিনিসের প্রতি যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিস উবরা করে ও এমতে রফ্তানী জিনিসের মাসুল মালিক কি নাখোদাকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও বিক্রী না হওয়া আমদানীর যে জিনিস পুনরায় ঐ জাহাজে যায় তাহার কারণ দাঁড়ামত যে মাসুল নির্দ্ধারিত আছে তাহার ড্রাবেক অর্থাৎ মাসুলের অংশ জাহাজের মালিক কি নাখোদার তরফহইতে সরকারে আদায় হইবেক ও ঐ সমস্ত জিনিস ছাড়ি না পাওয়া জিনিসের ন্যায় বোধ হইবেক ও যে কোন জিনিসের উপরের উক্ত ড্রাবেক সরকারহইতে

জাহাজ বন্দরহইতে যাওনের সময়ে বোঝাই

দেওয়া

দেওয়া গিয়া থাকে বন্দরহইতে জাহাজ যাওনের সময়ে ঐ জাহাজে তাহা না পাওয়া গেলে নাখোদা ঐ সমস্ত জিনিসের বেওরা প্রমাণের দ্বারা পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের সমীপে না গুজরাইলে সমুদয় ড্রাবেকের টাকা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি—

কয়া কোন জিনিস না পাওয়া গেলে নাখোদা সরকারের পুরা ড্রাবেক দিবার যোগ্য হইবার কথা।

২০ ধারা—

হুকুম হইল যে কোন জাহাজের সমুদয় জিনিস বোঝাই হওনের ও ছাড়ি পাইবার পূর্ব্বে তাহার কিছু জিনিস উবরা হইলে লওনিয়া ব্যক্তিকে ঐ আন্দাজ জিনিসের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু ছাড়িচিঠী পাওনের পর ঝড়তুফান ও বানীচালিহওয়াভিন্ন কোন জাহাজ ফিরিয়া আইলে যদি তাহার কিছু জিনিস এই আইনের ১৯ ধারার লিখনক্রমে পুনরায় উবরা করা যায় তবে তাহার মাসুল সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি—

ছাড়ি পাইলে পর রফ্তানী জিনিসের মাসুল ফিরিয়া না দেওনের কথা।

২১ ধারা—

হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য মিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকাদুণীপ্রভৃতিভিন্ন আরবদেশের কি আরব দেশের বন্দরসকলের সমস্ত জাহাজ এবং ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুত বাদশাহের অনধীন হিন্দুস্থানপ্রভৃতির সম্পর্কীয় দেশের কি বন্দরের সমস্ত জাহাজ ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবেক ইতি—

আরবদেশের ও ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুত বাদশাহের অনধীন হিন্দুস্থানপ্রভৃতির সম্পর্কীয় অন্য২ দেশের জাহাজসকল ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবার কথা।

২২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

২২ ধারা—

গঙ্গানদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্যং নৌকাদুণী লাগানকরণের আবশ্যকের কথা।

হুকুম হইল যে আরবদেশপ্রভৃতির যেং নৌকাদুণী আড়কাটির সহায়তাব্যতিরেকে কলিকাতার বন্দরে আইসে ঐ২ নৌকাদুণী নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেব হুগলীনদীর যে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে নঙ্গরইত্যাদিতে লাগান করা যাইবেক এবং যদি কোন ব্যক্তি নৌকাপ্রভৃতি অন্য স্থানে লাগান করে এবং হুকুম পাইলেও সরকারের নির্দ্দিষ্ট করা স্থানে তৎক্ষণাৎ না আনে তবে ঐ ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের বিচার ও হুকুমমতে ১০০ এক শত টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ নৌকা কি লওজিমা দ্রব্যাদি অথবা ঐ নৌকার বোঝাই জিনিস জরীমানার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে নীলাম করিবার যোগ্য হইতে পারে এবং উপরের উক্ত আরবদেশপ্রভৃতির নৌকাইত্যাদির বিষয়ে হুকুম হইল যে কালেক্টরসাহেবের কাছারীর দাঁড়ামতে ঐ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট করা স্থানে ঐ সমস্ত জিনিস উবরা ও বোঝাই করা যাইবেক এবং উপরের উক্ত নিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকা দুণীইত্যাদি ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজপ্রভৃতির ন্যায় বোধ করা যাইবেক ইতি—

হুকুম পাইয়াও তৎক্ষণাৎ কোন নৌকা ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে না লইয়া গেলে ১০০ টাকা জরীমানা লওনের কথা।

ঐ জরীমানার টাকা আদায়কারণ নৌকা ও বোঝাই জিনিস ও লওজিমাদ্রব্যাদি নীলাম করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

উপরের উক্ত নিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকা দুণীপ্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবার কথা।

(ক)—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন —

(ক) চিহ্নিত ফর্দ্দ।—

বাঙ্গলাদেশের ফোর্ট উলিয়মের প্রেসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন বন্দরে জলপথ দিয়া আমদানীহওয়া জিনিসসকলের মাসুলের অঙ্ক।

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
১	রূপা ও সোণা ও টাকা	মাসুল নাহি	মাসুল নাহি
২	বহুমূল্য প্রস্তর ও মোতীপ্রভৃতি	ঐ	ঐ
৩	শস্য ও চাউল	ঐ	ঐ
৪	ঘোড়া ও অন্যং সজীব পশু	ঐ	ঐ
৫	বরফ	ঐ	ঐ
৬	পাথরিয়া কয়লা ও ইট ও কুলফী ও প্রত্যেক প্রকার পাথর	ঐ	ঐ
৭	ইঙ্গলণ্ডের বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের ছাপাহওয়া কেতাব	ঐ	শতকরা ৩. টাকা
৮	ভিন্নাধিকারদেশের ছাপাহওয়া কেতাব	শতকরা ৩. টাকা	শতকরা ৬. টাকা
৯	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত জাহাজের সও জিমী জিনিসপ্রভৃতি	শতকরা ৩. টাকা	শতকরা ৬. টাকা
১০	ভিন্নাধিকারদেশের জাত ঐ	শতকরা ৬. টাকা	শতকরা ১২. টাকা
১১	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য	শতকরা ৩. টাকা	শতকরা ৬. টাকা

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
১২	ভিন্নাধিকারদেশের জাত টীনব্যতিরিক্ত ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য	শতকরা ৬৲ টাকা	শতকরা ১২৲ টাকা
১৩	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন দেশের জাত টীনভিন্ন ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন টীন	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
১৪	ইঙ্গলণ্ডের কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত বা প্রস্তুতকরা পশমীকাপড় অর্থাৎ বনাতইত্যাদি	শতকরা ২৲ টাকা	শতকরা ৪৲ টাকা
১৫	ভিন্নাধিকারদেশের ঐ ঐ	শতকরা ৪৲ টাকা	শতকরা ৮৲ টাকা
১৬	ইঙ্গলণ্ডের বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের উৎপন্ন রেশম ও কাপাসের কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা	শতকরা ৩॥০ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা
১৭	ভিন্নাধিকারদেশের ঐ ঐ	শতকরা ৭৲ টাকা	শতকরা ১৪৲ টাকা
১৮	আফীন	আশী তোলার সেরের সেরপ্রতি ২৪৲ টাকা	আশী তোলার সেরের সেরপ্রতি ২৪৲ টাকা
১৯	লবণ	আশীতোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩।০ টাকা	আশীতোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩।০ টাকা
২০	ফট্‌কিরী	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২১	কর্পূর	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২২	দারচিনিবিশেষ	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৩	লবঙ্গ	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৪	কাওবা	শতকরা ৭॥০ টাকা	শতকরা ১৫৲ টাকা

২৫৲

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে
২৫	প্রবাল	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৬	জায়ফল ও জৈত্রী	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৭	মরিচ	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৮	বেত	শতকরা ৭৷৷৹ টাকা	শতকরা ১৫৲ টাকা
২৯	চা	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩০	সিন্দূর	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩১	উয়াইন এবং অন্য২ প্রকার শরাব	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩২	উগ্রশরাব। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার পোলীসের দ্বারা ধার্য্যকরা যে মাসুল লওয়া যাইত তাহাসমেত এবং উগ্রশরাবের মাসুল লণ্ডনপুরুপের শক্ত্যানুসারে হিসাব করা যাইবেক লণ্ডন পুরুপহইতে অধিক তেজ হইলে অধিক মাসুল কম তেজ হইলে কম মাসুল লওয়া যাইবেক ও ঐ উগ্রশরাব বোতলে আমদানী হইলে পাঁচ বোতল এক এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য হইবেক—	ইম্পেরিয়ল গালনপ্রতি ৷৷৵ নয় আনা	ইম্পেরিয়ল গালনপ্রতি ১৲ এক টাকা
৩৩	এই ফর্দ্দের লেখা জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য সকল জিনিস	শতকরা ৩৷৷৹ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

যদি কোন জিনিসের মাসুল বাজারভাও অনুসারে লইতে হুকুম দেওয়া যায় তবে কিছু বাদ না দিয়া তাহা লওয়া যাইবেক এবং যে দেশহইতে ঐ জিনিস

আমদানী—

আমদানী হইয়াছে আনয়নকারি ব্যক্তির কহতমতে সেই দেশের মালের যাথা র্থ্যের বিষয়ে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের সন্দেহ জন্মিলে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই আনয়নকারির পক্ষের সাক্ষ্য গুজরাইবার হুকুম করেন আর যদি ঐ সাহেবের সমক্ষে ঐ প্রকার সত্যাসত্যতার সাক্ষ্য উত্তমরূপে না গুজরে তবে, ঐ জিনিসের মাসুল অধিক লওয়া যাইবেক কিন্তু এ হুকুমে যে ব্যক্তি আপ নার পক্ষে অন্যায় বোধ করিয়া অসম্মত হয় সে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক ইতি—

আফীন ও নিমকব্যতিরিক্ত আমদানীহওয়া অন্যং জিনিস জলপথদিয়া ফিরিয়া যাওনের বিষয়ে হুকুম হইল যে যদি পরিমিটের রেজিষ্টরীর অনুসারে ঐ জিনিসের আমদানীর তারিখহইতে দুই বৎসরের মধ্যে উপরের উক্ত ঐ জিনিস পুনরায় জলপথ দিয়া রফ্তানী হয় এবং পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে যে জিনিস আমদানী হইয়াছিল সেই জিনিসই রফ্তানী হইতেছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আদায়হওয়া মাসুলের আট অংশের এক অংশ লন অবশিষ্ট যাহা থাকে ড্রাবেকমত তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যে জাহাজে জিনিস আ মদানী হয় যদি ঐ জিনিস ঐ জাহাজহইতে উবরা না করিয়া ঐ জাহাজে ফিরি য়া যায় তবে তাহার কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না কিন্তু আফীন ও নিমকের বিষয়ে যে বিশেষ আইন চলন আছে তাহা পূর্ব্বের ন্যায় চলন থাকিবেক ইতি—

(খ)—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন

(খ) চিহ্নিত ফর্দ্দ।

বাঙ্গলাদেশের ফোর্ট উলিয়মের প্রেসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন স্থান বা বন্দরহইতে জলপথদিয়া রফ্তানী সমস্ত জিনিসের মাসুলের অঙ্ক।

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে।
১	রূপা ও সোণা ও টাকা	মাসুল নাহি	মাসুল নাহি
২	বহুমূল্য প্রস্তর ও মোতীইত্যাদি	ঐ	ঐ
৩	হিন্দুস্থানের ছাপাহওয়া কেতাব	ঐ	ঐ
৪	ঘোড়াপ্রভৃতি সজীবপশু	ঐ	ঐ
৫	কলিকাতা শহরে সরকারের নীলামে খরীদকরা আফীম	ঐ	ঐ
৬	কাপাস ও পশম ইউরোপে কি আমেরিকা মিলিত দেশে কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন আমেরিকা দেশে রফ্তানী হইলে	ঐ	আশীতোলা সেরের ৮০ সেরের মোনপ্রতি ||০ আনা
৭	উপরের উক্ত দেশভিন্ন অন্য দেশে ঐ ২ জিনিস রফ্তানী হইলে	আশীতোলা সেরের ৮০ সেরের মোনপ্রতি ||০ আনা	আশীতোলা সেরের ৮০ সেরের মোনপ্রতি ৸০ টাকা
৮	ইঙ্গলণ্ড কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন কোন দেশের চিনি ও শরাব	মাসুল নাহি	শতকরা ৩৲ টাকা
৯	ভিন্নাধিকার দেশের ঐ ঐ	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা
১০	সমস্তপ্রকার শস্য ও চাউল	আশীতোলা সেরের ৮২ মোনের অনধিক বোঝাই বোরা প্রতি ৵ আনা বোরাতে বোঝাই না থাকিলে মোনপ্রতি ৴৹ আধ আনা করিয়া	আশীতোলা সেরের ৮২ মোনের অনধিক বোঝাই বোরা প্রতি ৶ দুই আনা বোরাতে বোঝাই না থাকিলে মোন প্রতি ৴০ এক আনা করিয়া

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে।
১১	নীল	৮০ তোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩৲ টাকা	৮০ তোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৬৲ টাকা
১২	কেটে লা এবং লা	শতকরা ৪৲ টাকা	শতকরা ৮৲ টাকা
১৩	বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশম	আশীতোলা সেরের সের প্রতি ৶১০ আনা	আশী তোলা সেরের সেরপ্রতি ।৶ আনা
১৪	বাঙ্গলা দেশের মতে বানান কাঁচা রেশম	আশীতোলা সেরের সের প্রতি ৶ আনা	আশী তোলা সেরের সেরপ্রতি ।৵ আনা
১৫	তামাকু	মোনকরা ।০ আনা	মোনকরা ॥০ আনা
১৬	এই ফর্দ্দের লেখা জিনিসভিন্ন এদেশে প্রস্তুতহওয়া সমস্ত জিনিস	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা

এবং যদি এমত হুকুম হয় যে জিনিসের মূল্যানুসারে মাসুল লওয়া যাইবেক তবে যে স্থানহইতে জিনিস রফ্তানী হইবেক সেই স্থানের বাজারভাওঅনুসারে কিছু বাদ না দিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

এবং জলপথদিয়া রফ্তানী জিনিসের উপর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরণ সময়ে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত যে রাহাদারী মাসুল পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে নীচের লিখিতব্য নিয়মানুসারে তাহা জলপথের মাসুলহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক এবং যদি জলপথের মাসুলহইতে রাহাদারী মাসুল অধিক লওয়া গিয়া থাকে তবে রওয়ানা দাখিল করিলে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি—

প্রথম নিয়ম এই যে জিনিস মিলান যাইবেক এবং যে স্থানহইতে রফ্তানী হইয়াছে সেই স্থানের প্রমাণ দাঁড়ামত দিতে হইবেক—

দ্বিতীয়—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে রওয়ানার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ আপ্রিলের পূর্ব্বের হইবেক আর সেই রওয়ানার ও ড্রাবেকের লেখা মিয়াদ দুই বৎসরের অধিক হইবেক না ইতি—

পশ্চিম প্রদেশের পরিমিটের ঘরে রফ্তানী যে তুলার মাসুল দিয়া রওয়ানা হইয়াছে তাহা কেবল জলপথদিয়া রফ্তানীহওনের নিমিত্তে আসিয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আপ্রিল তারিখের পর যমুনানদীর সীমানার বা বারাণসের কোন চৌকী কি পরিমিটের ঘরে রাহাদারী মাসুল দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জলপথের কিছু মাসুল বাদ বা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি—

সমাপ্ত ঃ—

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Ragister
and Translator.

Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৩ সালের ২৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৩ সালের ৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৯ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৭ জমাদীয়স্সানীতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ অক্তোবর তারিখের পর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবেক যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন যে কোন স্থানে কোন আইনে ইহার অন্যথা থাকিলেও নূতন জিলা স্থাপন এবং বর্ত্তমান জিলা পরিবর্ত্ত করেন ইতি

সমাপ্তঃ।

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৯ সেপ্‌টেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৩ সালের ২৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তি ১২৪৩ সালের ৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৯ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৭ জমাদীয়ঃসানীতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখের পর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের এক হুকুমের দ্বারা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন স্থানে নূতন জিলা স্থাপন এবং বর্ত্তমান জিলার সীমা পরিবর্ত্ত করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ২৬ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৪ জমাদীয়ঃসানীতে ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে বাঙ্গলাদেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৭ আইন এবং ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের লিখিত অন৴২ কথা যাহা সুন্দরবনহইতে টালীর পূর্ব্বদিগের যে খালের মোহনা গঙ্গায় মিলিয়াছে তাহার বিষয়ে জারী হইয়াছিল ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ নবেম্বর তারিখ অবধি তাহা রদ হইল ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন —

২ ধারা —

উপরের ধারায় লিখিত তারিখের পর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে মাসুলের অঙ্ক ও ঐ মাসুল তহশীলকরণের প্রকার যে২ নৌকা এবং কাষ্ঠ ও বাঁশের ঝাড় নীচের লিখিতব্য তফসীলমত খালের এক স্থানদিয়া অন্য স্থানে যায় কি বাহির হইতে ঐ স্থানে আইসে অথবা ঐ স্থানদিয়া বাহিরে যায় তাহার ১৪ ফি ধার্য্য করেন ইতি —

তফসীল —

প্রথম। সুন্দরবনহইতে টালীর পূর্ব দিগের ঐ খাল গঙ্গাপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়। সুন্দরবনের ঝিলের খালহইতে বামনঘাটাপর্য্যন্ত ও ঐ ঝিলের খালহইতে বৈঠকখানার বড় রাস্তাপর্য্যন্ত এবং কলিকাতাবেষ্টিত খালের মোহনা গঙ্গার যে স্থানে মিলিয়াছে সেইপর্য্যন্ত —

৩ ধারা —

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত পথদিয়া যে২ নৌকা ঐ খালের মধ্যে আইসে কি বাহিরে যায় সেই২ নৌকার

ফিশত —

কিশ্‌ত মোন বোঝাই জিনিসের উপর মাসুল ১॥০ এক টাকা আট আনার অধিক এবং কাষ্ঠের ঝাড়ের প্রত্যেক কাষ্ঠের উপর ৵০ দুই আনার অধিক ও বাঁশের ঝাড়ের কিশ্‌ত বাঁশের উপর ।০ চারি আনার অধিক হইবেক না ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে এক শত মোন বোঝাই [illegible] প্রত্যেক নৌকা দুই দিনের অধিক উক্ত পথসকলেতে থাকে ও দশটা কাষ্ঠের এবং দুই শত বাঁশের যে প্রত্যেক ঝাড় এক দিনের অধিক লাগাইয়া থাকে তাহার উপর রসুমের টাকার অঙ্ক ধার্য্য করেন ইতি—

৫ ধারা—

আরো শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে রসুম ও মাসুল তহসীলকরণের নিমিত্তে আমলা লোককে নিযুক্ত করেন এবং খাল ও নদীসকলের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ আছে ঐ আমলাদিগকে তাহা অর্পণ করেন যেহেতুক গমনাগমনের বিষয়ে নিষেধের কোন কারণ ও খালপ্রভৃতির ধারনকল ভগ্ন হইতে না পারে ইতি—

৬ ধারা—

৬ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ঐ খালদিয়া গমনাগমনের নিষেধ করে কি কোনপ্রকারে খালের ধার ভাঙ্গে তবে তাহার অপরাধ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সমক্ষে প্রমাণ হইলে ১৪ চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ কি ৫০) পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা অথবা ঐ উভয়ের যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ... দিন মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই আইনের লেখা সমস্ত ধারানুসারে যে রসুম ও মাসুলের অঙ্ক এবং তহসীলকরণের স্থান ও অন্য যে২ দাঁড়া ধার্য্য ও প্রকাশ করিবেন তাহা কলিকাতা গেজেটের সমাচারের কাগজে ইশ্‌তিহারদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে ফারসী ও বাঙ্গলা এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশ করা যাইবেক এবং তহসীলকরণের প্রত্যেক স্থানে ঐ ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক ইতি—

৮ ধারা—

আরো হুকুম হইল যে যদ্যপি উক্ত পথসকলের মধ্যে কোন মাড় ও নৌকার রসুমের টাকা কি মাসুল সরকারের

নিযুক্তকরা—

নিযুক্তকরা কার্য্যকারকদিগের তলবকরণের পর উসুল না হয় তবে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ মাড় ও নৌকা বোঝাই সমেত ক্রোক করে আর যদি ক্রোককরণের দিনহইতে ১০ দশ দিনের মধ্যে মাসুল অথবা রসুমের টাকা উসুল না হয় তবে ঐ কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের মঞ্জুরহওনের পর ঐ ক্রোকী জিনিস নীলাম করে অথবা যত জিনিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের বিবেচনানুসারে মাসুল কি খাজানা অথবা ক্রোকের খরচা উসুলকরণের নিমিত্তে উচিত বোধ হয় তাহা নীলাম করে আর এমতে ঐ ক্রোকী সমস্ত জিনিসের মধ্যে যাহা বিক্রী না হইয়া থাকে তাহা এবং ঐ সমস্ত জিনিসের মূল্য মাসুল ও খাজানা ও খরচাইত্যাদি আদায় হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নৌকা ও মাড়ের মালিককে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি—

৯ ধারা—

আরো হুকুম হইল যে যদি ঐ পথে যে কোন নৌকা কি মাড়ের মালিক কি গোমাশ্তা অমান্যতা ও অস্বীকার কি প্রবঞ্চনা করিয়া মাসুল না দেয় অথবা তাহার জিনিস ক্রোক হওনের পর উপরের উক্ত ৮ ধারার লিখনের বিরুদ্ধাচরণ করে

তবে—

তবে তাহার মাড় ও নৌকা বোঝাইসমেত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমানুসারে সরকারের হইবেক কিন্তু এ বিষয়ের উপর কমিসনরসাহেবের সমীপে আপীল হইতে পারে ইতি—

সমাপ্তঃ—

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২১ আক্ট পাশ্চাত্তিক্রম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত বড়লাট গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেক ফসলী ১২৪৪ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেক বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেক সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১৯ আশ্বিন মোতাবেক হিজরী ১২৫২ সালের ১৪ জমাদিওস্সানীতে ২১ আক্ট পাশ্চাত্তিক্রম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ৭ আইন এবং ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের যেং ভাগে পূর্ব্ব দিকস্থ খালের বিষয় লেখা আছে তাহা দূর হইল ঐ খাল টালীর নালা নামে বিখ্যাত এবং তাহার দ্বারা হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা সুন্দর বনের সঙ্গে মিলে ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে যে নৌকা ও জাহাজ এবং বালেস্থ মাল প্রবেশ করে বা তাহাহইতে বাহির হয় বা তাহার মধ্য দিয়া গমন করে সেই নৌকাদিআদির উপর মাশুলের সংখ্যা এবং তাহা তহসীল করণের নিয়ম ১৮৩৬ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব নির্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

প্রথম। উক্ত পূর্ব্ব দিকস্থ খাল সুন্দর বনের মধ্যে প্রবেশকরণের স্থানাবধি হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গার সঙ্গে মিলনের স্থানপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়। সুন্দর বনের খিল দিয়া বাদন ঘাটাপর্য্যন্ত যে জলপথ আছে তাহা এবং ঐ খিলঅবধি বৈঠকখানার রাস্তাপর্য্যন্ত যে খাল আছে এবং তাহির রাস্তার যে নূতন খালের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত খাল হুগলী নদীর সঙ্গে মিলে এই সকলের মধ্য দিয়া যে জলপথ আছে তাহা।

৩ ধারা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন পথের মধ্য দিয়া এক সীমাবধি অপর সীমা পর্য্যন্ত গমনের নিমিত্ত অথবা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে প্রবেশ

করণ কিম্বা তাহাহইতে বাহিরহওনের নিমিত্তে সর্ব্বসুদ্ধ যে মামুল লওয়া যাইবেক তাহা কোন গতিকে কোন এক নৌকার বোঝাই জিনিসের উপর ফিশত মোনের নিমিত্ত ১৷৷০ এক টাকা আট আনা অথবা প্রত্যেক কাষ্ঠের মাড়ের উপর প্রত্যেক কাষ্ঠের নিমিত্ত দুই আনা অথবা প্রত্যেক বাঁশের মাড়ের উপর ফিশত বাঁশের নিমিত্তে ।০ চারি আনার উর্দ্ধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব যে প্রত্যেক নৌকা পূর্ব্বোক্ত জলপথের কোন এক পথের কোন স্থানে দুই দিবসের অধিক কাল থাকে তাহার ফিশত মোনের হিসাবে এবং যে প্রত্যেক কাষ্ঠের মাড় তাহার মধ্যে এক দিনের অধিক থাকে তাহার দশ২ কাষ্ঠের উপর এবং যে প্রত্যেক বাঁশের মাড় এক দিনের অধিক থাকে তাহার দুই২ শত বাঁশের উপর মামুলের হার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বের লিখিতমামুল ও কর তহশীলকরণের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথ অবরুদ্ধ হইতে পারে অথবা যেং কার্য্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের ধার নষ্ট হইতে পারে এমত কর্ম্ম নিবারণকরণের নিমিত্তে গমনীয় স্রোত ও নদীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহার কতক বা সমস্ত ঐ কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি জানিয়াশুনিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথ অবরুদ্ধ করে অথবা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন ধার নষ্ট করে তবে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ১৪ দিবসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ অথবা ৫০ টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে আরো ১৪ চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মামুল ও করের হারের বিষয় এবং তাহা তহশীলকরণের স্থানের বিষয়ে এবং এই আইনক্রমে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতানুসারে যে সকল বিধি তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহার বিষয়ের এস্তেলা

ইঙ্গরেজী ও ফারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহা পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের প্রত্যেক পথে মামুল তহসীলকরণের প্রত্যেক স্থানে সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত নট্‌কাইয়া রাখা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত মামুল অথবা কর লইবার নিমিত্ত পুর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা দেন্ তিনি পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে কোন নৌকা বা কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের মাড়ের উপর দেয় মামুল বা কর দাওয়া করিলে যদ্যপি তাহা না দেওয়া যায় তবে ঐ কার্য্যকারক সেই নৌকা কি কাষ্ঠের বা বাঁশের মাড় এবং তাহার মাল ক্রোক করিতে এবং তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারেন্ এবং যদি ঐ ক্রোককরণের পর দশম দিবসের পুর্ব্বে ঐ মামুল বা কর দেওয়া যায় তবে ঐ নৌকা বা কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের মাড় ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি ঐ দশ দিনের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে ঐ কার্য্য কারক খালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি এবং আজ্ঞাক্রমে ঐ দেয় মামুল বা কর উসুল করিবার নিমিত্ত এবং ক্রোককরণ ও আটক করিয়া রাখনের খরচার নিমিত্ত ক্রোকহওয়া সম্পত্তি অথবা তাহার যে অংশ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা বিক্রয় করিতে পারেন্। এবং এইমত হইলে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় না হয় তাহা এবং বিক্রয়হওয়া সম্পত্তির দেয় মামুল বা কর আদায় করণের নিমিত্ত এবং ক্রোককরণ ও আটক করিয়া রাখনের খরচার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা হইতে অধিক যে মূল্য হয় তাহা ঐ নৌকা বা কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড়ের মালিক কে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নৌকা কি কাষ্ঠের অথবা বাঁশের মাড় যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে সে যদি তাহার উপর দেয় মামুল বা কর ফাকি করিয়া না দিবার উদ্যোগ করে অথবা পুর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে এবং পুর্ব্বোক্ত গতিকে নৌকা ইত্যাদি ক্রোককরণের প্রতিবন্ধকতা করে তবে সেই নৌকা বা কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় ও তাহার মাল ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সরকারে জব্দ হইবেক কিন্তু ইহার উপর রেবিনিউ ও পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ৩১ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৬ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১০ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৯ রজবে ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি —

১ ধারা —

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বন্দরের মধ্যে এমত এক ইশ্‌তিহার দেন্ যে অমুক বন্দর তেজারতের জিনিস সকল উবরা করা ও রাখা যাইবার নিমিত্তে ধার্য্য করা গেল ইতি — জিনিস রাখিবার নিমিত্তে বন্দর ধার্য্যকরণের ইশ্‌তিহার দিবার কথা।

২ ধারা —

২ ধারা —

জিনিস রাখিবার অনুমতির কথা।

জিনিস আনয়নকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের উক্ত বন্দরে যখন পঁহুছে তখন আপনার সমস্ত জিনিস সামান্য কি বিশেষ কোন গুদামে নীচের লিখিতব্য তক্‌ শীলমতে রাখিবার অনুমতির অনুসারে রাখে ইতি —

৩ ধারা —

এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ক) চিহ্নিত ফর্দমত আরজী দাখিল করিবার কথা।

উচিত যে ঐ ২ প্রকার গুদামে জিনিস রাখিবার অনুমতির প্রার্থনার নিমিত্তে আরজীসকল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ক) চিহ্নিত ফর্দমত দাখিল হবে এবং ঐ ফর্দে জিনিস আনয়নকারির অথবা মালিক কি তাঁহার গোমাশ্তার দস্তখৎ থাকিবেক এবং যেপর্য্যন্ত তাহার মাসুল বন্দরের রীতিমত নিশ্চয় না করা যায় সেপর্য্যন্ত কোন জিনিস কোন গুদামে দাখিল করা যাইবেক না এবং ঐ সমস্ত জিনিস ওজনকরণের পর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে গুদাম রাখনিয়ার জিম্মায় থাকিবেক যে ঐ ব্যক্তি আপন জিম্মায় রাখা জিনিস নীচের লিখিতব্য কমীতিন্ন অন্য কোন মতে কম না হয় এমত রাখে ইতি —

মত মাসুল ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

গুদামরাখনিয়ার জিম্মায় থাকা জিনিস পূর্ব্বের ওজনের মত রাখিবার কথা।

৪ ধারা —

জিনিসের ওজন … কারণ খাকিলী কিম্বা … রিবে জরীমানার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি জিনিসের বস্তার কি সংখ্যার হিসাবের মত যে মাসুল ধার্য্য করা যায় তাহা খাকিলী

কি —

কি জিনিসের তকশীলের ফর্দ্দে কিছু অযথার্থকরাতে কোম্পানি বাহাদুরের কিছু ক্ষতি হয় তবে ঐ ত্রুটিকরণিয়া ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হইবেক কিন্তু ঐ জরীমানা যাহা ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার দশগুণের অধিক হইবেক না এবং ভুলক্রমে ঐ তকশীলে কিছু জিনিস বা মূল্য অধিক লিখিয়া থাকিলে আমদানিকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ জিনিস গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে তাহা শুধরে কিন্তু গুদামে দাখিল করিলে পর তাহা শুধরিতে পারিবেক না ইতি—

জিনিস গুদামজাত করণের পূর্ব্বে ঐ ভুল শুধরিবার অনুমতির কথা।

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে জিনিসের কোন বস্তাতে বিশেষ কি সামান্য কোন চিহ্ন ও নামের অক্ষর মালিকের কি আমদানিকারির অথবা গোমাশ্তার হউক স্পষ্ট করিয়া লেখা এবং ঐ বস্তার জিনিসের তকশীল না থাকিলে ঐ২ বস্তা সামান্য কি অনুমতিদেওয়া কোন গুদামে দাখিল হইবেক না ইতি—

জিনিস দাখিল করিবার পূর্ব্বে বস্তাতে চিহ্নকরণের কথা।

৬ ধারা—

এই আইনের লিখনানুসারে যে২ জিনিস গুদামজাত করা গিয়াছে যখন তাহার মাশুল ১০০) একশত টাকার অধিক হইবেক তখন আমদানিকারি কি গোমাশ্তার ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের শেষের লিখিতব্য (খ) চিহ্নিত ফর্দ্দের অনুসারে এক একরারনামা লিখিয়া দেয় ও ঐ

(খ) চিহ্নিত ফর্দ্দের মত একরারনামা লিখিয়া লওয়া যাইবার কথা।

একরারনামা—

একরারনামাদেওনের পর ঐ জিনিসসকল ১৫ মাস পর্য্যন্ত মাসুল আদায়ব্যতিরিক্ত গুদামে রাখা যাইবার কথা।

দ্বিগুণ মাসুলের একরারনামা ও মাসুল তলবকরণের উপযুক্ত দিনহইতে সুদ ও মেহনতানা ও জরীমানা ও মাসুল একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লওয়া যাইবার কথা।

একরারনামা লিখিয়া দিলে ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত মাসুল আদায় না করিয়া ঐ গুদামে ঐ জিনিস তালা দিয়া রাখা যাইবেক ও ঐ একরারনামাতে উপরের উক্ত মাসুলের দ্বিগুণ মাসুল লেখাইয়া লইতে হইবেক আর ঐ একরারনামায় লেখা যায় যে যে দিবস মাসুল তলবকরণের যোগ্য হইবেক তদবধি তাহার সুদ চলিবেক এবং বোর্ড কষ্টম কি তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ সুদ নিরূপণ করিবেন কিন্তু ঐ সুদ শতকরা ছয় টাকার অধিক হইবেক না এবং মেহনতানা কি জিনিসের মাসুল অথবা জরীমানার টাকা একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি—

৭ ধারা—

একরারনামার লেখা টাকা আদায় করিতে ও জিনিস আটক করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

যদি মালিক কি আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তা মেহনতানা বা মাসুল কি জরীমানার টাকা গুদামজাত জিনিসের প্রতি আদায় না করে তবে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ একরারনামার লিখনানুসারে ঐ টাকা আদায় করেন্ অথবা গুদামে রাখা জিনিস ছাড়িয়া না দেন্

১০ দশ দিন মিয়াদের পর মাসুল আদায় না হইলে জিনিস নীলাম করিবার কথা।

যদ্যপি ঐ জিনিস আটক করিবার দিনহইতে দশ দিন মিয়াদের মধ্যে আনয়নকারি অথবা মালিক কি গোমাশ্তাকে সমাচার দিলেও মাসুল ও মেহনতানা কিম্বা জরীমানার টাকা

আদায় না করে তবে তাহার পর ঐ সমস্ত জিনিস মাসুলপ্রভৃতি আদায় করিবার নিমিত্তে নীলামে বিক্রী হইবেক এবং জিনিসের মূল্যহইতে নীলাম ও জিনিস আটক করিবার খরচা বাদ দিয়া একরারনামার লেখা টাকা হিসাব হইবেক এবং যদি মূল্য মাসুলের টাকাহইতে অধিক হয় তবে ঐ অধিক টাকা মালিক কি আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক যদি এমতে ঐ সমস্ত জিনিস স্থানান্তর কি পরিবর্ত্ত হয় তবে কালেক্টরসাহেবের প্রতি নিষেধ থাকিবেক না যে মাসুলের টাকার নিমিত্তে ঐ২ জিনিস আটক কিম্বা হাতছাড়া না করেন্ ইতি—

একরারনামার লিখনমত টাকা লওয়া যাইবার ও অধিক হইলে মালিককে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

জিনিস স্থানান্তর কি পরিবর্ত্ত হইলে নীলাম নিষেধ না হইবার কথা।

৮ ধারা—

যখন আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তা ১৫ পোনের মাস মিয়াদের পর অন্য মিয়াদের প্রার্থনা করে তখন বোর্ডের এবং কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের লিখিত তফসীলমত একরারনামা লেখাইয়া লইয়া আরো ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত জিনিস রাখিবার মিয়াদ তাহাকে দেন্ ইতি—

অন্য একরারনামা লেখাইয়া লইয়া আরো ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত মিয়াদ দিবার অনুমতির কথা।

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি যে কোন জাহাজ কোন বন্দর হইতে রওয়ানা হইয়া পুনরায় ঐ বন্দরে আইসে এবং আনয়নকারি কি মালিক অথবা গোমাশ্তার এমত ইচ্ছা থাকে—

একরারনামা দেওনব্যতিরেকে জাহাজহইতে পুনরায় গুদামে জিনিস আনবার ও পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে পুনরায় লইয়া যাওনের কথা।

থাকে যে ঐ জাহাজের বোঝাই সমস্ত জিনিস গুদামে রাখিয়া পুনরায় লইয়া যায় তবে তাহারদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর ক্ষমতা থাকিবেক যে একরারনামা দেওনব্যতিরেকে পূর্ব্বের নিরূপিত মাসুলমত ঐ জিনিসের পুনর্ব্বার মাসুল আদায় করে

বিশেষ বিধির কথা।

এবং যদি জাহাজের জিনিস পুনর্ব্বার রপ্তানী হইলে মাসুল অধিক হইবার যোগ্য হয় তবে মাসুল অধিক লওয়া যাইবেক এবং আমদানীর জিনিস পুনর্ব্বার রাখিলে তাহা রপ্তানীর সময়ে তাহার মাসুলের কারণ কোন একরারনামা কি অন্য কোন লেখাপড়া লওয়া যাইবেক না যদ্যপি ঐ সমস্ত জিনিস আমদানীর মাসুলের যোগ্য না হয় ইতি —

১০ ধারা —

পুনরায় রপ্তানীর সময়ে মাসুল ও কর্মাদারইত্যাদি খরচাসকল উসুল ও তাহার পর একরারনামা বাতিল করণের কথা।

গুদামে একরারনামার সহিত তালা দিয়া রাখা জিনিসের মিয়াদ অর্থাৎ ১৫ পোনের মাসের মধ্যে অন্য দেশে লইয়া গেলে যে মাসুল কি দেইনভাড়া অথবা জরীমানার টাকাইত্যাদি যেই খরচা হইয়া থাকে তাহা উসুল করা যায় এবং পূর্ব্বের দেওয়া একরারনামা বাতিল করা যাইবেক ইতি —

১১ ধারা —

পুনরায় রপ্তানীর ইচ্ছা ব্যতিরিক্ত জিনিসসকল বাহিরকরণসময়ে অথবা

যদ্যপি অনুমতিদেওয়া গুদামে রাখা কোন জিনিস উপরের লিখনানুসারে পুনরায় লইয়া যাইতে না

চাহিয়া —

আই — করা — থাকার বিষয়ে কথা।

যা — কাহাকে যে স্থান

অনুমতি — অনুমতি, তার

কারখানা

সাহেবের

ধুইবেন — অনিষ্ট

দুর করিবার

দিগের — লোকজনকে নীলাম করেন

যে যখন একরারনামার লিখিত ওদামে — একর — লোকজনকে সকল

কে — উপরে বন্দোবস্ত দাড়ায় আমাদের কি অন্য

হইতে স্থানান্তর হয় তখন কারেক্টরসাহেব

যে — নামার পৃষ্ঠে যত জিনিস স্থানান্তর হয়

তা — প্রত্যেকের কারণ ও তারিখ ও তাহা নিবার

না — যদি জলপথে কি স্থলপথে রওয়ানা হয়

তবে রওয়ানার এবং তারিখ ও চিহ্ন মানুষের অক্ষরেতে

লিখেন।

ধারা

হুকুম হইল যে গুদামে রাখা জিনিসের মাসুলের — জিনিস — মোক্তার কথা।

একরারনামার — কথা।

একরাররনামার রেজিষ্টরী বহী পূর্ব্বের লিখিত তফসীলমতে প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইবেক এবং ঐ বহীতে প্রত্যেক কর্ম্মের বেওরা ১২ ধারার লেখা হুকুমানুসারে লেখা যাইবেক ও যখন রেজিষ্টরী বহীদৃষ্টে জানা যায় যে একরাররনামার লিখিত সমস্ত জিনিস গুদামহইতে বাহির হইয়াছে এবং উপযুক্ত মাসুল উসুলহওনের পর স্থলপথে রফ্তানীহওনের কি পুনরায় জলপথে রফ্তানীহওনের খরচা উপরের লিখনমতে আদায় হইয়াছে তখন কালেক্টরসাহেবের উচিত যে একরাররনামা বাতিল করিয়া একরাররনামাদেঁওনিয়া অথবা তাহার মোখ্তার কারকে ঐ একরাররনামা ফিরিয়া দেন্ ইতি—

সমস্ত জিনিস বাহিরকরণের পর এবং মাসুল ও খরচাসকল উসুল হইলে একরারনামা বাতিল করিবার ও ঐ একরারনামা একরারনামাদেওনিয়াকে ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪ ধারা—

সামান্য ও অনুমতি দেওয়া গুদাম ধার্য্য হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক রাজধানীতে পরিমিটের কাছারীর গুদামসকল উপরের লিখিত সামান্য গুদামের ন্যায় জিনিস তুলিবার ও রাখিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে প্রচার থাকিবেক এবং কাছারীর নিকটস্থ গুদামভিন্ন যে কোন গুদাম প্রস্তুত হইবেক যে কেহ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কি তথাকার কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নরের কিম্বা তথাকার কার্য্যকারক সাহেবের তরফহইতে সামান্য গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি ঐ গুদামের চাবি ও জিনিসপত্র বাহির করিতে ও শৃঙ্খলারূপে রাখিতে পারিবেক ইতি

গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে রাখিবার কথা।

১৫ ধারা—

১৫ ধারা—

ভাড়ার তকশীল ধার্য্য করণের কথা।

সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে খরচের ফর্দ্দ লট্‌কাইবার কথা।

হুকুম হইল যে বোর্ডের এবং কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে প্রকার ও যত জিনিস সামান্য গুদামে রাখা যায় তাহার বেওরা ও ঐ গুদামের যে ভাড়া ও ঐ গুদামে রাখা জিনিস তদারকের যে খরচ ধার্য্য করেন্ কখন২ ধার্য্যকরা ঐ খরচের ফর্দ্দ গুদামে সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লট্‌কাইয়া দেন্ ইতি—

১৬ ধারা—

নিরূপিত সময়ে জিনিসের মালিক গুদামে যাতায়াত করিবার কথা।

হুকুম হইল যে সামান্য কি অনুমতিদেওয়া গুদামে রাখা জিনিসের মালিক কি আনয়নকারী এই আইনের লিখনক্রমে ক্ষমতা রাখিবেক যে পরিমিটের কাছারী যেপর্য্যন্ত খোলা থাকিবেক আপন জিনিস দেখিবার নিমিত্তে গমনাগমন করে কিন্তু পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব কি গুদাম রাখণিয়ার নিকটে লিখনের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করে যে গুদামে যাওনকালে পরিমিটের কোন চাকর সঙ্গে থাকে ইতি—

১৭ ধারা—

মালিকদিগের স্থানে মাসুলের মত খরচপ্রভৃতি উসুল করণের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে প্রকার মাসুল জিনিস রফ্তানী হওনের পূর্ব্বে মালিক কি আনয়নকারির স্থানে লওয়া গিয়াছে সেইমত সমস্ত জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইবার ও

বস্তাবন্দী—

বস্তাবন্দী করিবার ও রাখিবার খরচা মালিক কি আনয়নকারির স্থানে লওয়া যাইবেক আরো যদি সেই সমস্ত জিনিস সামান্য গুদামে রাখা যায় তবে মাসং ভাড়া ও মেহনতানা প্রভৃতির স্থানে কালেকটরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার পরওয়ানাক্রমে তলব করা যাইবেক এবং যদি সেই

মাসং ভাড়ার টাকা তলবকরণ ও না দিলে জিনিস নীলাম করিবার কথা।

পরওয়ানা পঁহুছনের সময়হইতে ১০ দশ দিন মিয়াদের মধ্যে ঐ তলবকরা টাকা উসুল না হয় তবে কালেকটর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যত জিনিস নীলাম করিলে ঐ তলবকরা টাকা আদায় হয় তাহা করেন কোন জিনিস বিক্রয়াদির দ্বারা যদ্যপিও এক মালিকহইতে অন্য মালিকের হস্তগত হয় তথাপি ঐ কালেকটরসাহেবের ঐ ক্ষমতা থাকিবেক আর যদি গুদামে জিনিস থাকিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ জিনিস তাঁহার আনাইবার ও উঠাইবার সময়ে ক্ষতি হয় তবে মালিক কি আনয়নকারি ক্ষতিপূরক টাকা কালেকটরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার স্থানে পাইবার

গাফিলীক্রমে জিনিস নষ্ট ও নাশ হইলে কালেকটর সাহেবের স্থানে ক্ষতিপূরক তলব করিবার কথা।

যোগ্য হইবেক না যদি প্রকাশ না হয় যে গুদামরাখণিয়া কি তাহার তাবে কোন চাকর অথবা পরমিটের চাকর লোক গাফিলীক্রমে ঐ ক্ষতি ও নষ্ট করিয়াছে অথবা আপনার ইচ্ছাক্রমে ঐ জিনিস নষ্ট করিয়াছে ইতি—

১৮ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

১৮ ধারা—

আইনের নক্সাক্রমে কমী পাওনের কথা।

হুকুম হইল যে মালিকেরা এই আইনের নক্সাক্রমে জিনিসের প্রতিবৎসর কমী নীচের লিখিতব্য কিশত কমীর অনুসারে পাইবেক জিনিস উবরাকরণকালীন রেজিষ্টরী বহীর লিখনানুসারে ঐ জিনিসের মাসুল ধার্য্য করা যাইবেক যদ্যপিও নীচের লিখিতব্যমতে কম হইয়া থাকে ইতি—

সামান্য—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

সামান্য অথবা বিশেষ গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণের সময়ে যত কম হইয়া থাকে তাহা পাইবার নক্সা—

	জিনিসের তফসীল—	কমীর পরিমাণ— শতকরা—
	অশনান ······ ······ ······	৫) টাকা—
	ফটিকিরী ······ ······ ······	৩)
সুগন্ধি বীজ···	মৌরী ······ ······ ········	ঐ
	ধন্যা ······ ······ ······ ···	ঐ
	জিরা ······ ······ ······ ···	ঐ
	কালজিরা ······ ··········	ঐ
	এলাইচ ······ ······ ······	ঐ
	জোয়ান ······ ······ ······	ঐ
	সুপারী ·················	৭৷৷০
	গন্ধক ········· ········	৩)
	কর্পূর ······ ······ ······	২)
	কাওয়া ······ ······ ······	৫)
	তুতিয়া ······ ······ ······	ঐ
	কাপাস ······ ······ ······	২)
	শুঁঠ······ ······ ······	১০)
	গোঁধইত্যাদি ঔষধ যাহার নাম পৃথক্ লেখা নাহি···	৩)
	লোহার গরাদিয়া কি তক্তা..	ঐ

নীল—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

জিনিসের তফসীল—		কর্মীর পরিমাণ— শতকরা—
	নীল	৫৲ টাকা—
	খদির	৩৲
	লা কেটেলা কি তাহার বীজ ...	ঐ
	পীপল ও পীপলের মূল	ঐ
	সুগন্ধি তৈল	৮৲
	ধুনা বা ডামর	৭৷৷৹
	সাগুদানা	৪৲
	চিনি	ঐ
	শোরা	ঐ
	সাবান	৩৲
	রেশম	৫৲
গরম মশালা...	লবঙ্গ	৮৲
গরম মশালা...	দালচিনি	২৲
গরম মশালা...	কাশিয়া	ঐ
গরম মশালা...	মরিচ	৩৲
গরম মশালা...	জৈত্রী	৬৲
	খরসান তামাকু	৫৲
	টারবিন তৈল	৮৲
	রাঙ্গ	২৲

মদিরাইত্যাদি পীপাতে আমদানী হইলে তাহার কর্মীর বিষয়ে দশাংশের একাংশ দেওয়া যাইবেক—

১৯ ধারা—

১৯ ধারা

বিশেষ গুদামের অনুমতি দিবার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে বোর্ডের সাহেবদিগের কি অন্য২ কষ্টমের কার্য কারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে বিশেষ২ গুদামে রাখিবার অনুমতির সহিত মাশুলের এবস্তারখানা গুদামের মালিক দিগের প্রতি বাহির করেন ও জিনিস আমানত গুদামে আনান ও রাখা যায় আরো ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা ঐ২ কার্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে বিশেষ গুদামের অনুমতিপত্র উপরের উক্ত তারিখহইতে রদ করেন যদি অনুমতিপত্রের মধ্যে অনুমতির মিয়াদ লেখা না থাকে ইতি

অনুমতিপত্রে মিয়াদ লেখা না থাকিলে তাহা রদ করিতে বোর্ডের ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা

এই আইনের (গ) চিহ্নিত তফসীলের ফর্মের মতে অনুমতির দরখাস্তের লেখার কথা।

আমানত গুদাম ধার্য করিবার অনুমতিপাওনের দরখাস্ত সকল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (গ) চিহ্নিত ফর্মের মতে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল দরখাস্তে যে স্থানে গুদাম ধার্য হইবেক তাহার নাম ও পরিমিটের কাছারী হইতে সে স্থান ইঙ্গরেজী মাপের হিসাবে কতদূর তাহাও লিখিতে হইবেক ইতি

২১ ধারা

পরিমিটের চাকর লোকের প্রতি গুদামে গমনাগমন করিবার অনুমতির কথা।

কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখনিয়া উপরের লেখা তফসীলমতে

তফসীলমতে কোন বিশেষ গুদামে গমনাগমন করিতে পারেন এবং তাঁহারদের ক্ষমতা আছে যে পরিমিটের কোন আমলা কি আপনং নায়েবকে কোন কর্ম্মের অনুসন্ধানের নিমিত্তে ঐ গুদামে পাঠান যদ্যপি গুদামের মালিক গুদামে যাইতে ইচ্ছুক কালেক্টরসাহেবের কি সামান্য গুদামরাখনিয়া কিম্বা তাহারদের নায়েবকে নিষেধ করে তবে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ মালিকের গুদামের অনুমতিপত্র কিরিয়া লইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবেক অনুমতিপত্র বাতিল ও তাহাকে বাহির করণের ইশতিহার জারীকরণের এক সপ্তাহের পর প্রত্যেক একরারনামার লিখিত তালা দিয়া রাখা জিনিস সকলের মাসুলের টাকা এবং পরিমিটের অন্যং খরচা প্রভৃতি তাহার স্থানে তলব করা ও লওয়া যাইবেক ইতি—

যাইতে নিষেধ করিলে গুদামের মালিকদিগের শাস্তি হইবার কথা।

অনুমতিপত্র বাতিল হইলে তালা দিয়া রাখা জিনিসসকলের উপর একরারনামার লেখা টাকা আদায় হইবার কথা।

২২ ধারা—

যদি বিশেষ গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণসময়ে এই আইনের ১৮ ধারার নির্দিষ্ট তফসীলের সংখ্যাহইতে ঐ জিনিসের ন্যূনতা বোধ হয় তবে তাহার নিমিত্তে মালিক ও আনয়নকারি অথবা যেকোন ব্যক্তি জিনিস সকল গুদামে বন্ধ করিয়া থাকে তাহারদিগের উচিত হইবেক যে

জিনিস কম হইলে মালিকের শাস্তির কথা।

জিনিস অধিক হইলে মেহনতানা উসুল না হওয়াপর্য্যন্ত জিনিস উঠাইয়া লইয়া গেলে মালিকের শাস্তির কথা।

কালেক্টরসাহেবের নিকটে জিনিসের ন্যূনতাহওনের যথার্থ কারণ কহিতে না পারে তবে তাহার দশগুণ জিনিসের মাসুল সরকারে দাখিল করে যদি জিনিস বাহিরকরণসময়ে রেজিষ্টরী বহীর লিখিত ওজনহইতে অধিক হয় তবে জিনিস অধিকহওনের যথার্থ কারণ উপরের লেখা তফসীলমত কহিতে না পারিলে যত জিনিস অধিক হইয়া থাকে তাহার দশগুণ জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবেক এবং যদি জিনিসের কতক অংশ এই ধারার ধার্য্যকরা মেহনতানার যোগ্য হয় তবে তাহার নিমিত্তে মালিকদিগের জিনিস মেহনতানার টাকা আদায়ব্যতিরিক্ত উঠাইয়া লইয়া যাওনের ক্ষমতা হইবেক না ইতি—

২৩ ধারা—

জিনিস তদারক করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানার কথা।

বস্তার উপর মোহরকরণের এবং মালিকদিগের দরখাস্তমতে কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিনানুমতিতে তাহা না খুলিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে পরওয়ানাক্রমে জিনিসের বস্তাসকল খোলান্ এবং বস্তার জিনিসের পরিমাণ ও সামান্য কি বিশেষ গুদামে রাখা জিনিসের তদারক ও অনুসন্ধান করেন্ এবং বস্তা খোলা গেলে ও বাঁধা জিনিসের তদারক হইলে ঐ খোলা বস্তার উপর চিহ্নের সহিত আপনার কোন মোহর করেন্ ও ঐ তদারককরণের পর বস্তাসকলের উপর চিহ্ন ও মোহর করা গেলে কাহার ক্ষমতা থাকিবেক না যে বোর্ডের সাহেবদিগের

কি—

কি কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিনানুমতিতে ঐ চিহ্ন ও মোহর উঠাইয়া ফেলে এবং যদি মালিক কি গোমাশ্তার দরখাস্তক্রমে খোলা যায় তবে পুনরায় দাঁড়ানুসারে চিহ্ন ও মোহর করা যাইবেক ইতি—

২৪ ধারা—

জিনিসের বস্তাসকলের উপর মোহরকরণের ও কালেক্টরসাহেবের বিনানুমতিতে বস্তার চিহ্ন উঠাইয়া না ফেলিবার কথা—

হুকুম হইল যে জিনিস ভিতরে লইয়া যাইবার ও বাহির করিবার সময়ে বস্তার উপর নীচের লিখনক্রমে ইঙ্গরেজী অক্ষরযুক্ত মোহর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবেক—

মাসুলের একরারনামার সহিত গুদামে লইয়া যাইবার

আমদানী অথবা রফ্তানীর জিনিস হইলে ঐ বস্তার উপর অন্য প্রকার মোহর করা যাইবেক—

রফ্তানীর নিমিত্তে লইয়া যাওনের

অথবা

আমদানীর নিমিত্তে লইয়া যাওনের

আইনের অন্যথাচরণ করিলে জরীমানার কথা।

যদি পরিমিটের কোন চাকর কালেক্টরসাহেবের জ্ঞাতসার ও অনুমতি ব্যতিরিক্ত বস্তার মোহর ঢাকিয়া অন্যথা করে—

করে তবে সেই ব্যক্তির উপরের লেখা অপরাধ প্রমাণ হইলে সেই স্থানের ফৌজদারী আদালতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জিনিস ওগুনিয়া কি গোমাস্তাদিগের ক্ষমতা আছে যে কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার বিবেচনামতে নমুনার মত আপনার কতক জিনিস বাহির করে ইতি—

নমুনার নিমিত্তে কিছু জিনিস লইবার কথা—

২৫ ধারা—

পরিমিটের কাচারীর দাঁড়ামত কালেক্টরসাহেবের হুকুমভিন্ন জিনিস বাহির করিতে নিষেধের কথা—

হুকুম হইল যে পরিমিটের কাচারীর দাঁড়ামত কালেক্টরসাহেবের হুকুম অথবা এই আইনের ২৮ ধারার লিখিতব্য তফসীলমত ব্যতিরিক্ত গুদামহইতে কোন জিনিস বাহির করা যাইবেক না ইতি—

২৬ ধারা—

কতক জিনিস স্থানান্তর বা পৃথক করিলে সমস্ত জিনিসের মাসুল লইবার কথা—

যদি জিনিস বাহিরকরণিয়া কি গোমাস্তা বস্তার কোন জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইবার কারণ স্থানান্তর বা পৃথক করে তবে ঐ বস্তার সমস্ত জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

২৭ ধারা—

(গ) চিহ্নিত ফর্দমত দরখাস্ত ও জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাওনের সমাচার দেওনের কথা—

হুকুম হইল যে গুদামহইতে জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাওনের সম্বন্ধে এই আইনের শেষের লিখিতব্য (গ) চিহ্নিত ফর্দমত দাখিল করা যাইবেক আরো উচিত যে

ইহার—

ইহার সমাচার জিনিস বাহির করিবার পূর্বে এক রাত্রিদিবা অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার নিকটে দেয় ইতি—

২৮ ধারা—

(ব) চিহ্নিত ফর্দ্দের মতে দরখাস্ত দাখিল হইলে সামান্য কি বিশেষ গুদামহইতে অন্য গুদামে জিনিস লইয়া যাওনের কথা—

জানা কর্ত্তব্য যে মাসুলের একরারনামার সহিত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে বন্ধকরা জিনিসের মালিক কি গোমাশ্তাদিগের ক্ষমতা আছে যে আপন জিনিস সামান্য কি বিশেষ গুদামহইতে অন্য গুদামে লইয়া যায় এবং জিনিস লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ব) চিহ্নিত ফর্দ্দমতে দরখাস্ত দাখিল করে আর উপরের লেখা ফর্দ্দে ঐ নম্বর তফসীল দেওয়া করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি—

২৯ ধারা—

নষ্টহওয়া জিনিসের মাসুল না লইবার ও ক্ষতিহওয়া জিনিসের মূল্যানুসারে মাসুল লওনের কথা—

যদি মাসুলের একরারনামার সহিত বন্ধকরা জিনিস দাহ অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট হয় তবে সেই জিনিসের উপর কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না আর যদ্যপি বিশেষ গুদামে নষ্ট হইয়া থাকে তবে ইহার সমাচার কালেক্টরসাহেবকে অথবা গুদামরাখণিয়াকে নষ্টহওনের পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া যাইবেক আর তালাদেওয়া গুদামে নষ্ট হইলে তাহার মাসুল ক্ষতি হওনের পর যে মূল্য থাকে—

থাকে সেই মূল্যের হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং তাহার স্থানে নূতন হিসাবের মত নূতন একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ইতি—

৩০ ধারা—

মোকদ্দমার তজবীজকরণে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা ও কষ্টমের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে ঐ হুকুম চূড়ান্ত হওনের কথা—

এই আইনের ধারাসকলের লিখনমতে কোন ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হইলে কালেক্টরসাহেব অথবা বন্দরের পরিমিটের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া সেই জরীমানার অথবা আপনার বিবেচনানুসারে অপরাধ প্রমাণ না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওনের হুকুম করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কষ্টম বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা অন্য২ কার্য্যকারক সাহেব দিগের পরামর্শব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া জরীমানার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক না ও আরো বোর্ডের সাহেব ও অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার সংখ্যাহইতে দ্বিগুণ মাসুলপর্য্যন্ত কমান্ ইতি—

(ক) চিহ্নিত—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

(ক) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিস গুদামে দাখিল করিবার দরখাস্তের নক্সা—

শ্রীযুত কলিকাতার জাহাজী পরিমিটের কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু—

নীচের লিখিতব্য ———— স্থানের উৎপন্ন ও ———— স্থানের প্রস্তুতকরা জিনিস ———— স্থান কি ———— বন্দরহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে ———— তারিখে আমদানী হইয়াছে মালিক ———— নীচের লিখিতব্যমতে মাসুল ধার্য্য হইয়াছে সরকারী কি অন্য গুদামে রাখিবার অনুমতি হয়—

বস্তার নম্বর ও চিহ্ন	বস্তার ও জিনিসের প্রকার	জিনিসের পরিমাণ	জিনিসের জাত ও মূল্য	জিনিসের মূল্য যাহা জিনিস আমদানী হইলে ধার্য্য হইয়া বহীতে লেখা গিয়াছে	পরিমিট ও শহরের মাসুলের হার	আমদানীর তারিখ ও নম্বর	জিনিসের উপর যদি মাসুল দেওয়া গিয়া থাকে তাহার একরারনামার বেওরা
মোট							

তারিখ—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ গণ্ডক্ষি শডিতম আইন—

তারিখ— মালিক কি গোমাস্তা অথবা আনয়নকারির দস্তখৎ—

(খ) চিহ্নিত ফর্দ—

আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুলের নক্সা—

এই লিখনের দ্বারা জানান যাইতেছে যে আমরা——একণে সুবে বাঙ্গালার কোর্ট উলিয়মের শহর কলিকাতার——এবং——ঐ স্থানের কোম্পানি বাহাদুরের সমক্ষে পৃথকরূপে কি একত্র একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে——টাকা কোম্পানি বাহাদুরকে কি তাঁহারদিগের উকীল অথবা গোমাস্তা কিম্বা উত্তরাধিকারি কি মোখতারকারকে দিব এবং এই লিখনানুসারে আমরা স্বতন্ত্র২ ও একত্র এবং আমাদিগের উত্তরাধিকারি ও মোখতারকার এবং প্রতিনিধিরা বদ্ধ হইলাম তারিখ——সাল——ইঙ্গরেজী——এবং ঐ——আমাদিগের ও আমাদিগের উত্তরাধিকারি এবং মোখতারকার ও প্রতিনিধিদিগের বন্ধের নিমিত্তে আমরা আপনং মোহর করিলাম যদি এই লিখনের কি তাহার নিয়মের উপর কোন আপত্তি হয় তবে মোকাম—— সুপ্রিম কোর্টে তাহার বিচার হইবেক—

উপরের উক্ত ব্যক্তিরা কোম্পানি বাহাদুরের——মোকাম জাহাজী পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া—

করিয়া এই রাজধানীর নিয়ম ও আইনানুসারে পোনের মা
সের নিমিত্তে সরকারী কি অন্য গুদামে নীচের লিখিতব্য
——দেশের উৎপন্ন কি প্রস্তুতকরা——জাহাজের দ্বারা
————স্থানহইতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিস
সকল (জিনিসের প্রকার জানাইবার কারণ এই স্থলে অনেক
স্থান খালী রাখিতে হইবেক) কষ্টম হৌসের জাহাজী আমদা
নী জিনিসসকলের————নম্বর রেজিষ্টরী বহীতে জমা হই
য়াছে রাখিবার অনুমতি পাইলেন—

একণে এই নিয়ম যদি উপরের উক্ত————অয়ং—
কি তাহাদিগের উত্তরাধিকারি অথবা মোখ্‌তারকারেরা কি
প্রতিনিধিরা এবং জিনিসের মালিক কিম্বা আনয়নকারিরা
অর্থাৎ ঐ হুকুমানুসারে যে২ ব্যক্তি গুদামে জিনিস রাখিবার
অনুমতি পাইয়াছে তাহারা কি তাহাদিগের উত্তরাধিকারি
অথবা মোখ্‌তারকার কিম্বা প্রতিনিধিরা ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সা
লের ২৫ আইনের লিখিত নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবেক এবং
ঐ২ জিনিস গুদামে রাখিবার নিমিত্তে যে উপযুক্ত ব্যয় হইবেক
তাহা এই লিখনের তারিখহইতে পোনের মাস কিম্বা কষ্টম
বোডহইতে প্রাপ্ত অধিক মিয়াদ গত হইলে যে জরীমানা হয়
তাহা———সুদসমেত চাহিবার তারিখহইতে যাহা ঐ
কষ্টমের কালেক্টরসাহেব লিখনের দ্বারা প্রকাশ করিবেন ঐ

সাহেবের—

সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক এবং ঐ সমস্ত জিনিস কি তাহার কতক গুদামজাত হইলে যদি ঐ মিয়াদ কি প্রাপ্ত অতিরিক্ত মিয়াদের মধ্যে বাহির না করে অথবা ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিস কি তাহার কতক জাহাজে রফ্তানী কি আমদানীর নিমিত্তে বাহির করা যায় তবে দাতব্য সমস্ত মাসুল ও খরচা ও জরীমানা জিনিসসকলের উপর দিতে হইবেক তাহা হইলে ঐ একরারনামা বাতিল হইবেক নতুবা উপরের লিখিত নিয়মসকল কি তাহার কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তাহা বলবৎ থাকিবেক মোহর করিয়া দাখিল করা গেল ইতি—

(গ) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

জিনিস গুদামজাতকরণের অনুমতিপত্র পাইবার কারণ যে দরখাস্ত করিতে হইবে তাহার নক্সা—

মহামহিম শ্রীযুত কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু—

পরিমিটের ঘরহইতে———হাত দূরে———স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লেখা হুকুমানুসারে এক গুদামঘর পাওনের অনুমতিপত্র পাইবার আমার এই দরখাস্ত মহাশয় কষ্টম বোর্ডে (কি কষ্টমের কর্ত্তৃত্বকারক কোন সাহেবের নিকটে) অর্পণ করিবেন ঐ গুদামের সমস্ত বেওরা নীচে লেখা—

লেখা যাইতেছে ঐ গুদামে জিনিসসকল রাখা যাইবেক অনুমতি পত্রের মিয়াদ ——— ছয় মাসের অধিক হইবেক না (মিয়াদের নিরূপণকাল এই স্থলে লিখিতে হইবেক)—

দীর্ঘ ফুট ইঞ্চি { শুষ্ক বাতাসখেলা ফ্লোরওয়ালা পাকা ঘর।
প্রস্থ ঐ ঐ { আন্দাজী টন জিনিস নির্বিঘ্নে
ঊর্দ্ধ ঐ ঐ { থাকিতে পারে।

প্রার্থনাকারির দস্তখৎ—

(ঘ) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণের দরখাস্তের নক্সা—

মহামহিম শ্রীযুত সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লেখা হুকুমানুসারে——নম্বরে———স্থানের———এ কোম্পানির গুদাম হইতে (তাহা সরকারী হউক অথবা অন্যেরি হউক নীচের লিখিতব্য জিনিসসকল——স্থানে কি তাহার নিকটস্থ অথবা অন্তঃপাতি স্থানে যেমত সম্ভব হইতে পারে——কাপ্তানের ——জাহাজে সমুদ্রপথদিয়া রফ্তানীর কারণ অনুমনি দিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়ের আফিসের বহীতে ঐ গুদামঘর—— নম্বরে——তারিখে রেজিষ্টরী হইয়াছে (আমার অথবা বি

কোম্পানির—

কোম্পানির দ্বারা যাহার সর্টিফিকট দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতেছি)——

ঐ বাক্সের চিহ্ন ও নম্বর কি কোম্পানি। (জিনিসসকলের নাম) নম্বর ১———৪ পর্য্যন্ত □ + ৺ মোহর রফ্তানীর নিমিত্তে গুদামজাতকরা।	চারি প্রকার (জিনিসের নাম) ১ সিন্দুক বাক্স গাঁইট কি পুলিন্দা প্রত্যেক সিন্দুকেতে যত জিনিস থাকিবে তাহার পরিমাণ লিখিতে হইবেক—— ১ ঐ ... ... ১ ঐ ... ... ১ ঐ ... ... চারি সিন্দুক বাক্স গাঁইট কি পুলিন্দা যেং জিনিস থাকিবে তাহার বেওরা।

উপরের উক্ত——মূল্য——টাকা——নম্বরের——তারিখের উপরের লিখিত জিনিসসকলের মাশুল লইয়া ইঙ্গলণ্ডে রফ্তানীর কারণ ছাড়িবেক দিতে আজ্ঞা হয়——

দস্তখৎ জিনিসের মালিক গোমাশ্তা কি মোখ্তার কারের——

(ঙ) চিহ্নিত কর্দ্দ——

যে মিয়াদের জিনিস গুদামে রাখিবার অনুমতি পাওয়া যায় ঐ মিয়াদের মধ্যে জিনিস এক গুদামহইতে অন্য গুদামে লইয়া যাইতে হইলে তাহার নিমিত্তে যে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার নক্সা——

মহামহিম——

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

মহামহিম শ্রীযুত সরকারের কলিকাতার কষ্টম কালেক

টরসাহেব বরাবরেষু—

জিনিসের বিষয়ি এক্ষণকার নিয়মানুসারে গোদামের মিয়াদে (অথবা যে কোন অধিক মিয়াদ পাওয়া যায় তাহা এ স্থলে লিখিতে হইবেক) ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে——নম্বরে——তারিখে সরকারী গুদামের আফিসের বহীতে রেজিষ্টরীহওয়া গুদামজাত জিনিস সকল ঐ মিয়াদের পূর্বে গুদামহইতে (সরকারী অথবা অন্য গুদামে যে গুদামে লইয়া যাইতে বাসনা রাখে তাহা এস্থলে স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক) নীচের লিখিতব্য জিনিসসকল উঠাইয়া লইয়া যাওনের কারণ অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়—

বস্তার চিহ্ন ও নম্বর	বস্তার ও জিনিসের বেওরা	বস্তাতে যেই জিনিস থাকে তাহার বেওরা	জিনিসের মূল্যের জমা	কষ্টম হৌস বহীতে রেজিষ্টরীহওয়া জিনিসের সংখ্যা	জিনিসের উপর যাও ট্যাক্সা কি দেওয়া মাসুলের জমা	যেই ব্যক্তি প্রথম যে জিনিস রাখিয়া থাকে তাহাদিগের নাম—

মন্তব্য—যে জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইতে হইবেক তাহার মালিক কি গোমাশ্তা ঐ জিনিস বিক্রয় কি অন্য কাহাকেও বরাৎ দিলে ঐ বিক্রয় কিম্বা বরাতের সাটিফিকট ঐ দরখাস্তসমেত দাখিল করিতে হইবেক ইতি—

দস্তখৎ ... জিনিসের মালিক কি গোমাশ্তা অথবা মোখ্তারকারের—

সমাপ্তঃ—

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

G. H. Huttmann,
Bengal Military Orphan Press.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৩০ কাত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৪ শাবানে ৩০ ত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কাহারু প্রতি এমত প্রমাণ হয় যে এ আইন জারীহওনের পরে কি পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারদেশ অথবা ভিন্নাধিকারদেশের মধ্যে রাহাজানীকরণিয়া অর্থাৎ হিন্দি ভাষাতে যাহাকে ঠগ কহে তাহার দলের সঙ্গে ঐ রাহাজানী কর্ম্মের অংশী হইয়াছে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদ থাকিবেক ইতি—

২ ধারা—

আরো হুকুম হইল যে আদালতের প্রত্যেক সাহে

বের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৩০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৪ শাবানে ৩০ ত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে বা তাহার বাহিরে ঠগের কোন দলের সম্পর্কে ছিল তখন সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট কয়েদের দণ্ড পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে অপরাধ দণ্ডনীয় হইল সেই অপরাধবিষয়ে অপবাদিত প্রত্যেক ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার মধ্যে অপরাধ হইলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপ কোন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারিবেক এবং কোন আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে অপরাধ দণ্ডনীয় হইল সেই অপরাধের অপবাদিত কোন ব্যক্তির বিচারের সময়ে আদালত কোন মৌলবীর ফতওয়া লইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৩ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১ চৈত্র মও য়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৭ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৫ জিহীজ্জাতে ৩ তৃতীয় আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে যে দুই সদর দেওয়ানী আদালত ফোর্ট উলিয়মের বাঙ্গলা দেশসম্পর্কীয় পশ্চিম ও পূর্ব্ব দেশের বন্দোবস্তের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছে ঐ দুই আদালতের ক্ষমতা হইবেক যে যখন আবশ্যক ও উচিত বুঝেন্ তখন আপন২ এলাকার জিলা অথবা শহরের আদালতে যে২ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া কি আপীল হইয়া থাকে ঐ২ মোকদ্দমা শ্রবণ ও তহকীক ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে ঐ সদর

দেওয়ানী

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৭ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৫ জিহীজ্জাতে ৩ তৃতীয় আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে যখন উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিচার এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করেন্ তখন ঐরূপ অর্পণের কারণ আপনার রোয়দাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১১ মোহরমে ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ মাই অবধি ইঙ্গলণ্ডায় বাদশাহের অধীন প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারসম্পর্কীয় সমস্ত দেশে মিয়াদী কি ইস্তমরারীমতে ভূমি রাখিবার ও তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবার ক্ষমতা রাখিবেন ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১১ মহরম ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ মে তারিখের পর ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুত বাদশাহের কোন প্রজা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের কোন স্থানে ভূমির অথবা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের চির কালের নিমিত্তে অথবা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্তে স্বত্বাধিকার করিতে এবং রাখিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে দেশস্থ লোকেরা উক্ত প্রকার সম্পত্তি যে প্রকারে এক্ষণে অধিকার করিতে এবং রাখিতে পারেন্ তাহা যেং বিধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং বিধি এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে সকল ব্যক্তি ঐ প্রকার সম্পত্তি অধিকার করেন্ বা রাখেন্ তাঁহারদের উপর খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

H. TORRENS,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৫ পঞ্চম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ জুনঅবধি এই আইনের শেষের ধারার লিখিতব্য ব্যক্তিভিন্ন হিন্দুস্থানসম্পর্কীয় দেশবাসিব্যতিরিক্ত অন্য কোন লোকের চাকরীকরণিয়া হিন্দুস্থানবাসি কোন মনুষ্যকে ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুম অথবা যিনি এমত কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহার অনুমতিপত্রভিন্ন উপরের

উক্ত—

উক্ত দেশের কোন বন্দরহইতে [illegible] জাহাজে লইয়া যাই য়া যাইবেক না ইতি

২ ধারা

হুকুম হইল যে এদেশবাসি কোন ব্যক্তিকে সরকারের অনুমতিপত্র দেওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির ও তাহার স্বামি অথবা তাহার নোখুদারকারের জরুত যে তাহারা স্বয়ং উপরের উক্ত কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক কেতা একরারনামা ইঙ্গরেজী ভাষায় কি একরারদেওনিয়ার স্বীয় ভাষায় অথবা অন্য যে কোন ভাষা একরারদেওনিয়া বুঝিতে পারে ঐ ভাষায় লিখিয়া দাখিল করে এবং ঐ একরারনামাতে একরারের কথা ও মিয়াদ ও নিরূপিত বেতন এবং যে বেতনের পরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে তাহা সকল লেখা থাকিবেক ইতি

৩ ধারা

হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির চাকরীর একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ পাঁচ বৎসরের ন্যূন থাকে কি পাঁচ বৎসর অথবা দশ বৎসর কি তাহার অধিক যে মিয়াদ নিরূপণ থাকে তাহা পাঁচ২ বৎসরের ন্যূন না হয় অথবা সেই একরারনামাতে এমত নিয়ম না থাকে যে এদশীয় যে কোন ব্যক্তিকে আপন জাহাজে লইয়া যাইতেছে তাহার

চাকরীর

চাকরীর মিয়াদ গত হইলে যে স্থানহইতে তাহাকে লইয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে আপনার খরচ দিয়া পহুছাইয়া দিবেক এমত২ ব্যক্তিভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না ইতি

৪ ধারা

হুকুম হইল যে চাকরীর একরারনামা সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সময় ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে একরারদেওনিয়া কি তাহার গোমাশ্তার স্থানে একরারনামার এজহার লন্ এবং ঐ কার্য্যকারকো ঐ একরারনামার লিখিত বৃত্তান্ত ও নিয়ম একরার দেওনিয়াকে বিস্তারিতরূপে ঠিক বুঝাইয়া দেন ইতি

৫ ধারা

হুকুম হইল যে একরারনামাদেওনিয়া একরারনামার লেখা অর্থ বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছে এবং অতিশয় যত্নপূর্ব্বক ঐ একরারনামার লিখিত নিয়ম শেষ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ইহা ঐ কার্য্যকারক জ্ঞাত হইলে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে একরারনামার পিঠে তাঁহার দস্তখতের নীচে একরার দেওনিয়ার স্থানে আমি অমুক এই কাগজের অর্থ সুন্দর রূপে বুঝিয়াছি ইহা লেখাইয়া লন্ ও ঐ প্রমাণ এদেশীয় লোকের জাহাজে যাওনের অনুমতিপত্রের ন্যায় হইবেক

এবং

এবং তাহা একরারনামাদেওনিয়াকে অর্পণ করা যাইবেক ও ঐ ব্যক্তি একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ গত না হওয়াপর্য্যন্ত আপনার স্থানে যত্নপূর্ব্বক তাহা রাখিবেক. ইতি—

৬ ধারা—

হুকুম হইল যে যখন জাহাজের কোন ব্যক্তি আপন জাহাজে এদেশীয় ২০ বিশ জনের অধিক লোক লইয়া যাইতে চাহিয়া সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্থানে অনুমতিপত্র পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করেন্ তখন ঐ কার্য্যকারকের আবশ্যক যে জাহাজের কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে দস্তকের দ্বারা তলব করিয়া জাহাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উত্তমতা ও খাদ্য সামগ্রী ও ঔষধের বৃত্তান্ত যাহা চাকরদিগের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া থাকেন্ ঐ সমস্তের এজহার লন্ ও আপনিও তথায় যাইয়া ঐ জাহাজ দেখেন্ কিম্বা ঐমত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে আপনার দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা নিযুক্ত করেন্ ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে সরকারের কার্য্যকারক যেপর্য্যন্ত জাহাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উত্তমতা ও উপযুক্ততা ও কত খাদ্য সামগ্রী আছে তাহা ও মানুষের উপযুক্ত ঔষধ উত্তমরূপে

জানিতে—

জানিতে না পারেন সেপর্য্যন্ত এদেশীয় ২০ বিশ জনের অধিক লোককে লইয়া যাইবার ক্ষমতা দিবেন না ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক অনুমতিপত্রপাওনিয়া ব্যক্তিদিগের দস্তখতী ফিরিস্তি আপনার নিকটে রাখিবেন আর তাহাতে অনুমতিপত্রদেওনের তারিখ ও তাহারা যে স্থানে এবং যে জাহাজে যাইবেক তাহার নাম স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবেক ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে অনুমতিপত্র প্রস্তুত হইলে ঐ কার্য্য কারকের উচিত যে ১৲ এক টাকার অনধিক রসুম একরারনামা পাওনিয়া কি তাহার মোখ্তারকারের স্থানে লন্ ইতি—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি জাহাজের মালিক প্রত্যেক ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীসম্পর্কীয় কোন বন্দর কি অন্য কোন স্থানে যাইতে২ লস্কর করিয়া হিন্দুস্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে চাকরীর একরারনামা মানি বার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুম অথবা উপরের লিখিত যে অনুমতিপত্র একরারনামা দেওনিয়ার স্থানে লওনের আবশ্যক তাহাভিন্ন আপন

জাহাজে—

জাহাজে উঠাইয়া লন্ তবে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের সমক্ষে বিচার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার জাহাজে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবার আবশ্যক হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে ঐ জাহাজে থাকা এদেশীয় প্রত্যেক জনের নিমিত্তে ৩০ ত্রিশ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকিবেন ইতি—

১১ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে এদেশীয় যে২ ব্যক্তি জাহাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার একরার করিয়া থাকে ও অন্য যে২ ব্যক্তি খেদমৎগারীপ্রভৃতি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে জাহাজে গিয়া থাকে ঐ২ ব্যক্তি এই আইনক্রমে নিষিদ্ধ থাকিবেক না ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Deputy Register
and Translator of Regulations.

Calcutta 1860.—Printed at the Bengal Military Orphan Press by G. H. Rollinson.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর ইন্ কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মে মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বেলাতী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৫ পঞ্চম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ জুন তারিখের পর পশ্চাৎ লিখিতব্য ব্যক্তি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের বাহিরে খাটিবার বন্দোবস্ত করে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের হুকুমব্যতিরেকে কিম্বা ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর সাহেব আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা দেন তাঁহার অনুমতি বিনা সেই ব্যক্তিকে ঐ বন্দোবস্তের অনুসারে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে কোন স্থানে কোন জাহাজের উপর কেহ লইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক ঐ অনুমতিদেওনের পূর্ব্বে ঐ এতদ্দেশীয় ব্যক্তি এবং যাঁহার সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করিয়াছে সেই ব্যক্তি অথবা তাঁহার ক্ষমতাবিশিষ্ট এক জন মোক্তার স্বরূপ ঐ কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় এবং সেই ব্যক্তির স্বদেশীয় ভাষায় অথবা সেই ব্যক্তি যে ভাষা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় লিখিত বন্দোবস্তের নিদর্শনপত্র দর্শাইবেন। ঐ বন্দোবস্তের প্রকার ও তাহার মিয়াদ ও খাটনীর যে মাহিয়ানা ধার্য্য হইল তাহা ঐ নিদর্শনপত্রে লেখা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে যদি এইমত লেখা না থাকে যে ঐ বন্দোবস্তের তারিখঅবধি গণিয়া ৫ পাঁচ বৎসরের অনধিক এক মিয়াদ অথবা ক্রমেং পাঁচ২ বৎসরের অনধিক নানা মিয়াদ সমাপ্ত হইলে ঐ বন্দোবস্তের শেষ হইবেক এবং যদি সেই বন্দোবস্তে এমত নিয়ম লেখা না থাকে যে ঐ এতদ্দেশীয় ব্যক্তির খাটনীর মিয়াদ সমাপ্ত হইলে যে বন্দরহইতে তাহাকে লওয়া গিয়াছিল সেই বন্দরে তাহার বিনাখরচে তাহাকে ফিরিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবেক তবে ঐমত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক উক্ত এদেশীয় ব্যক্তিকে এবং যাঁহার সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাঁহাকে অথবা তাঁহার মোখ্তারকে ঐ বন্দোবস্তের নিয়মের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং ঐ নিয়মসকল ঐ এদেশীয় ব্যক্তিকে অতিস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি ঐ কার্য্যকারকের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ এদেশীয় ব্যক্তি বন্দোবস্তের নিয়ম বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছে এবং তাহা প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক আছে তবে ঐ কার্য্যকারক ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে এমত লিখিবেন যে এই লিখিত নিদর্শনপত্র আমি তদারক করিয়াছি পরে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ লিখিত কথার দ্বারা ঐ এদেশীয় ব্যক্তিকে জাহাজারোহণের অনুমতি দেওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক পরে ঐ বন্দোবস্তের নিদর্শনপত্র এবং তাহার উপর উক্ত যে অনুমতি লেখা যায় তাহা সেই এদেশীয় ব্যক্তিকে আপনার খাটনীর সময়ে তাহার নিকটে রাখিবার নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন এক জাহাজের উপর যদি এদেশীয় বিশ জন ব্যক্তির অধিক আরোহণ করিবার নিমিত্তে অনুমতির দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে তলব করিতে এবং ঐ জাহাজের মধ্যে ঐ এদেশীয় ব্যক্তিরদের নিমিত্তে যে থাকিবার স্থান ও আহারীয় দ্রব্য ও চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং ঐ জাহাজের তদারক করিতে পারেন অথবা আপনার দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে তদারক করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের উপর ঐ এদেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থান ও আহারীয় দ্রব্য ও চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারদের স্বাস্থ্যে থাকিবার নিমিত্তে তাহা প্রচুর ইহা উক্ত কার্য্যকারক নিশ্চয় বোধ না করিলে এতদ্দেশীয় বিশ জনের অধিক লোককে কোন জাহাজে আরোহণ করিবার অনুমতি দিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্র যত

এদেশীয় ব্যক্তিরদিগকে দেন তাহার এক রেজিষ্টরী রাখিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরীর মধ্যে ঐ ব্যক্তিরদের নাম ও বন্দোবস্তের মিয়াদ ও অনুমতিপত্রের তারিখ ও তাহারদের গন্তব্য স্থান ও যে জাহাজের উপর তাহারদিগকে আরোহণ করিতে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে তাহা লিখিতে হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক এইমত যত অনুমতি পত্র দেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্ত একং টাকার অনধিক রসুম লইতে পারেন ঐ অনুমতিপত্রসম্পর্কীয় এদেশীয় ব্যক্তির সঙ্গে যিনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন তিনি অথবা তাঁহার নিযুক্তহওয়া মোখ্তারকার ঐ ১ টাকা রসুম দিবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশে কোন স্থানে যে ব্যক্তির জিম্মায় কোন জাহাজ থাকে তাঁহাকে জাহাজে আরোহণোদ্যত কোন ব্যক্তি ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হুকুম অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমতিপত্র না দর্শাইলে যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বন্দোবস্তক্রমে জানিয়াশুনিয়া কাহাকেও জাহাজের উপর আরোহণ করিতে দেন তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তিনি যত এদেশীয় ব্যক্তিকে ঐরূপ আরোহণ করিতে দেন ঐ প্রত্যেকের নিমিত্তে ২০০/ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে যে ব্যক্তিকে সেইমত আরোহণ করিতে দিয়াছেন তাহারদের প্রত্যেকের নিমিত্তে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু এদেশীয় যে নাবিক কোন জাহাজের কার্য্যকরণের বন্দোবস্তপ্রযুক্ত কোন জাহাজের উপর আরোহণ করে অথবা যে কোন ব্যক্তি পরিচারকের ন্যায় কোন জাহাজে আরোহণ করে তাহার বিষয়ে এই আইনের কোন বিধি চলিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

H. TORRENS,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৬ ষষ্ঠ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে কটক জিলার যে প্রত্যেক মালগুজার এবং মালগুজারেরা প্রত্যেকে অথবা সমুদায়ে আপন২ মহালের ইস্তমরারী বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করিয়া থাকেন অথবা ঐ মহাল ইস্তমরারী এমত প্রকাশ থাকে যেপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৩ সালের ৯ আইনানুসারে নূতন প্রকার বন্দোবস্ত শেষ না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ প্রত্যেক ও সমুদায়ের আপন২ প্রত্যেক মহালে এক্ষণকার ধার্য্যকরা জমার জওয়াব দিতে হইবেক ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৬ ষষ্ঠ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কটক প্রদেশে প্রত্যেক মালগুজার এবং ঐ প্রদেশের মালগুজারেরদের যে প্রত্যেক দল দল হইয়া সরকারের সঙ্গে এজমালী বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং যে মহালের বিষয়ে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেই মহালের অধিকারী অথবা ঐ মহালের চিরকালের সম্পর্ক ভোগকারিস্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহারা আপনার বা আপনারদের প্রত্যেক মহালের এক্ষণকার বন্দোবস্তের নিয়মের দ্বারা নিদ্ধার্য্য জমার বিষয়ে ঐ মহালের বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে নূতন বন্দোবস্ত সমাপ্ত ও মঞ্জুর না হওয়াপর্য্যন্ত দায়ী হইবেন ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু যে জিলার মধ্যে ঐ মালগুজারের কিম্বা ঐ মালগুজারেরদের দলের কোন মহাল থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে যদ্যপি ঐ মালগুজার বা মালগুজারেরদের দল ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে এইমত জ্ঞাপন করেন্ যে ঐ মালগুজার অথবা মালগুজারেরদের দলের ঐ মহালের বিষয়ে এক্ষণে যে বন্দোবস্ত আছে তাহার মিয়াদ অতীত হইলে পর তাঁহারা তাহা ছাড়িয়া দিতে চাহেন্ তবে ঐ মালগুজার বা মালগুজারেরদের দল ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে পর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৭ সপ্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৭ সপ্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের দেওয়া নিয়মপত্রানুসারে যে আদালত নিযুক্ত হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে যদি আপনার তরফহইতে কোন কয়েদী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওন অথবা তাহাকে দোষহইতে পরিষ্কারকরণের নিমিত্তে উপরের উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের নিকটে দরখাস্ত পাঠাইয়া দেন্ তবে ঐ

বাদশাহের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৭ সপ্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের চার্টরের দ্বারা যে আদালত স্থাপিত হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবেরা যদ্যপি কোন দোষি ব্যক্তির অপরাধ একেবারে ক্ষমা করিবার বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহকে পরামর্শ দিয়া থাকেন্ তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি স্থানে জামিন লইয়া তাহাকে খালাস করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১ রবীয়ল আউওলে ১২ দ্বাদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখের পর যদি কলিকাতা শহরের চতুঃসীমার মধ্যে যে প্রত্যেক ঘরবাটী মনুষ্য কি পশুইত্যাদি থাকিবার অথবা পাক করিবার কি জিনিসপত্র রাখিবার কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নির্ম্মাণ করা যায় তবে ঐ ঘরবাটীর চালে কোন প্রকারে অগ্নি লাগিবার আশঙ্কা না থাকে এমত বস্তুতে আচ্ছাদন করে এবং যদি কোন ব্যক্তি ছোট কি বড় ঘর উপরের উক্ত মতাচরণ না করিয়া নির্ম্মাণ করে তবে ফৌজদারী আদালতে অপরাধ

প্রমাণ—

প্রমাণ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে ১০০৲ এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে এ আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের উক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বরের পূর্ব্বে ঐ কলিকাতা শহরে যে ছোট ও বড় ঘর নির্ম্মাণ করা গিয়া থাকে ও যদি তাহাতে এমত বোধ হয় যে তাহা অগ্নিভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে নাহি তবে এই আইনের লিখনমতে নূতনপ্রকার চাল প্রস্তুত করিবার কারণ ঐ প্রত্যেক ঘরের মালিককে কিছু খরচ দেন্ কিন্তু প্রকাশ করা যাইতেছে যে যদি বাটীর মালিক প্রস্তাবিত টাকা লইয়া ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত আপনার নিরূপণকরা মিয়াদের মধ্যে ছোট কি বড় ঘরের চাল এই আইনের লিখিতমতে প্রস্তুত না করে তবে ফৌজদারী আদালতে অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহাকে যত টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার দশগুণের অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে যখন এই আইনের লিখনের বিরুদ্ধে ছোট কি বড় ঘর প্রস্তুত করা গিয়া থাকে কি ছোট কি বড় ঘরের

কোন মালিক এই আইনের ২ ধারার লিখনক্রমে সুপরিণ্টে ণ্ডেণ্টসাহেবের দ্বারা যে টাকা দিতে প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা না লয় বা তাহাতে অসম্মত হয় তখন ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ঘরের মালিকের অসম্মতিতে ছোট কি বড় যে প্রকার ঘর হউক তাহার চাল অগ্নিভয়হইতে মুক্ত হইতে পারে এমত করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেন্ এবং ঐ ঘরের দেওয়ালের এরূপ পরিবর্ত্ত করেন্ যে যাহাতে তাহা টে কিতে পারে আরো ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে এপ্রকার কর্ম্মের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট কি এক ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তির দ্বারা যে টাকা জমা হইয়া থাকে তাহাহইতে খরচ দেন্ ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কি এই আইনের ৩ ধারার লিখিত কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে ঐ সাহেবের তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা করে তবে ঐ ব্যক্তির ঐমত অপরাধ ফৌজদারী আদালতে প্রমাণ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে ১০০৲ এক শত টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ও ঐ প্রতিবন্ধকতাকরণের সময়ে যদি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহা ঐ অপরাধের শামিল গণ্য হইতে পারিবেক না ইতি—

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে এই আইনের লিখনানুসারে জরীমানার নিমিত্তে যত টাকা সংগ্রহ হয় তাহা কোম্পানির জেনরল ট্রেজুরীতে রাখা যাইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে ঐ বাটী খয়রাতাদিতে ব্যয় হইবেক ইতি—

সমাপ্ত ঃ—

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১২ আইন আইন।

আজ্ঞাকরণের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নরজেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৩ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ ও সওয়ায়েক ফসলী ১২৪৪ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক হিজরী ১২৫৩ সালের ১ রবীয়ল আউওলে ১২ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখের পর কলিকাতা শহরের মধ্যে যে প্রত্যেক ঘর ও উপগৃহ নির্মাণ হয় তাহার চাল অদহনীয় দ্রব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবেক এবং এই হুকুম উলঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ঘর বা উপগৃহ নির্মাণ করা যায় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ ঘর অথবা উপগৃহের মালিকের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ টাকা জরিমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ঐ শহরের মধ্যে যে ঘর বা উপগৃহ নির্মাণ হইয়াছিল যদি এই আইন জারীহওনের তারিখের পর তাহার উপরের চাল অদহনীয় দ্রব্যেতে আচ্ছাদিত না হইয়া থাকে তবে তাহার স্বামিকে ঐ ঘর বা উপগৃহের উপরিস্থ চাল সেইরূপে আচ্ছাদিতকরণের নিমিত্ত উচিত প্রস্তাব করিতে পারেন। এবং যদ্যপি ঐ ঘর বা উপগৃহের স্বামী ঐ প্রস্তাবিত টাকা গ্রহণ করিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ ঘর বা উপগৃহের চাল সেই প্রকারে আচ্ছাদন করিতে স্বীকার করে এবং যদি সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ ঘর বা উপগৃহের উপরিস্থ চাল তদ্রূপ আচ্ছাদিত না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ মালিকের দোষ সাব্যস্ত হইলে যে ব্যক্তি সেই নিমিত্ত যত টাকা পাইয়াছিল তাহার দ্বিগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারাতে লিখিত বিধি উলঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ঘর বা উপগৃহ প্রস্তুত করা যায় অথবা যদি এই আইনের ২ ধারার লিখিতমতে ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে টাকা দিতে স্বীকার করেন তাহা যে

কোন ঘর বা উপগৃহের স্বামী লইতে সম্মত না হয় তবে ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ ঘর বা উপগৃহের স্বামির অনুমতিব্যতিরেকে তাহার চাল অদহনীয় দ্রব্যেতে আচ্ছাদিত করিতে পারেন্ এবং ঐ নূতন আচ্ছাদনীয় দ্রব্য টেঁকিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ ঘর বা উপগৃহের দেওয়ালের যেরূপ মতান্তরকরা আবশ্যক তাহা করাইতে পারেন্ এবং গবর্নমেণ্ট কি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমাজ সেই নিমিত্ত ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে যে টাকা অর্পণ করেন্ তিনি তাহাহইতে তাহার খরচ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত ক্ষমতানুসারে সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কার্য্যকরাতে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা তাঁহার আজ্ঞাধীন অন্য কার্য্যকারকের প্রতিবন্ধকতা করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ১০০/ টাকার অনধিক গুনাহগারী হইবেক এবং ঐরূপ প্রতিবন্ধকতাকারক ব্যক্তি যদি ঐ প্রতিবন্ধকতাচরণ করত অতিরিক্ত কোন অপরাধ করে তবে সে বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত দণ্ডও হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে গুনাহগারীর যত টাকা আদায় হয় তাহা জেনরল ত্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবেক এবং এই আইন জারীকরণেতে যে খরচ হয় তাহা ঐ টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১২ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ৮ রবীয়ল আউওলে ১৪ চতুর্দ্দশ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আসিয়া কিম্বা আফ্রিকার ভিন্নাধিকারের রাজা যখন যে মাসুলেতে আপনার প্রজার জাহাজের জিনিস আমদানী ও রফ্তানী করিতে দেন্ সেই মাসুলে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ব্রীটনীয় জাহাজের জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী করিতে দেন্ তখন ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে যে মাসুলে ব্রীটনীয় জাহাজের জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী হয় সেই মাসুলে ঐ ভিন্নাধিকার রাজার প্রজারদের জাহাজস্থ জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১৫ রবীয়ল আউওলে ১৫ পঞ্চদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ জুলাই তারিখ অবধি ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীতে সরকারের কর্ম্মকার্য্য বন্দোবস্তকরণের নিমিত্তে যে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নিযুক্ত হইয়া থাকেন্ তাঁহারদের ক্ষমতা থাকিবেক যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২২ আইনের লেখা হুকুমানুসারে যে টাক্স উসুল করা যায় তাহার কতক যে শহরে ঐ টাক্স লওয়া যায় সেই শহর পরিষ্কার ও তাহাতে আলো করিবার নিমিত্তে ব্যয় করেন্ ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালে ১৫ পঞ্চদশ আইন —

২ ধারা —

হুকুম হইল যে উপরের উক্ত তারিখের পর ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের লেখা হুকুমানুসারে শহরে যে পঞ্চাইত নিযুক্ত হন তাঁহারদের ক্ষমতা থাকিবেক যে ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১০ ধারায় টাক্সের যে উচ্চ হার লিখিত আছে তাহার পরিবর্ত্তে কোন দোকান কি বাটীর মালিক বা দখীলকারের স্থানে যে টাক্স লওয়া যাইবেক তাহা মাসং কোম্পানির ২ দুই টাকা করিয়া লন ইতি —

৩ ধারা —

হুকুম হইল যে উত্তর কালে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইন ও এই আইনানুসারে যেং টাক্স নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা দিবার নিমিত্তে জন্মস্থান বা পিতার জাতির বিলক্ষণ্য বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি —

সমাপ্ত ঃ —

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Deputy Register

and Translator of Regulations.

Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১২ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১৫ রবিয়ল আউওলে ১৫ পঞ্চদশ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ জুলাই তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে নানা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৬ সালের ২২ আইনের দ্বারা উসুল হওয়া টাক্স যেং নগরে উসুল হয় সেইং নগর পরিষ্কার রাখন ও মেরামৎ করণ কার্য্যে ঐ টাক্সের কতক অংশ ব্যয় করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত আইনের ১০ ধারাতে যে সনদের বিষয়ের উল্লেখ আছে সেই সনদের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধ হারের পরিবর্ত্তে ঐ সনদের দ্বারা নিযুক্ত পঞ্চাইত ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ জুলাই তারিখের পর কোন দোকান অথবা বসতবাটীর অধিকারী অথবা প্রধান বাশেন্দা ব্যক্তির স্থানে যে টাক্স লইতে হইবেক তাহা প্রতিমাসে কোম্পানির ২ টাকার হারে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি আপনার জন্মস্থানের উপলক্ষে কি আপনার বংশের উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইন অথবা এই আইনক্রমে নির্দ্ধারিত হওয়া কোন টাক্সহইতে ক্ষমা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৯ রবীয়ল আউওলে ১৬ ষোড়শ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৫ জুলাই তারিখের পরঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৫ আইন রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা অথবা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রপথে রফ্তানীহওয়া জিনিসের উপর যে মাসুল লইবার হুকুম আছে সেই মাসুল যখন জিনিসের মূল্য বুঝিয়া ধার্য্য করিতে হয় তখন সমুদ্রপথে কলিকাতার মধ্যে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ৬ আইনে যে হুকুম আছে তাহার অনুযায়ি জিনিসের রফ্তানীকরণিয়া ঐ জিনিসের মূল্য কহিবেন এবং মূল্যের বিষয়ে বিবাদের গতিকে ঐ আইনে যে বিধি আছে সেই বিধি যে মত আমদানীহওয়া জিনিসের উপর খাটে সেইমত রফ্তানীহওয়া জিনিসের উপর খাটিবেক (কেবল ঐ আইনের ৪ ধারায় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত জিনিস লওয়া গেলেই মাসুল ধার্য্যকরণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা বর্জ্জিত থাকিল) এবং রফ্তানীকরণিয়া যে মূল্য কহিবেন তাহাতেই ঐ জিনিস যে বস্তাতে থাকে বা যে জিনিসে জড়ান যায় তাহার মূল্যসমেত বলিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে জিনিসের মাসুল মূল্য বুঝিয়া লওয়া যায় এমত কোন জিনিসের মূল্য বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়ে২ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এক এস্তেলার দ্বারা ধার্য্য করিতে পারেন এবং যে মূল্য ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা ধার্য্য হয় তাহা তত্তুল্য এস্তেলার দ্বারা মতান্তর না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের উপর মাসুল লওনের নিমিত্তে জিনিসের মূল্য জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই আইনক্রমে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের মালিক কোন দিবসে সূর্য্যের অস্তগমন অবধি পরদিবসে উদয় পর্য্যন্ত অথবা যে কোন দিবসে কষ্টম হৌস অর্থাৎ মাশুলের কাছারী বন্দ থাকে সেই দিবসে কষ্টম হৌসের কালেক্টর সাহেবের লিখনের দ্বারা অনুমতি না পাইয়া আপনার জাহাজহইতে কোন জিনিস রওয়ানা করেন অথবা জাহাজের উপর কোন জিনিস তুলিয়া লন অথবা জাহাজহইতে কোন জিনিস রওয়ানা করান বা করিতে দেন কিম্বা জাহাজের উপর কোন জিনিস অন্যের দ্বারা লন অথবা অন্যকে লইতে দেন তবে তাঁহার ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই আইনানুসারে হুকুম হইল যে বর্ত্তমান ইংরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৩ ধারার বিধানানুসারে কোন জাহাজের মালিকের মধ্যে মাশুলরক্ষক লোকেরা যদি ঐ জাহাজহইতে উঠিয়া যায় তথাপি ঐ জাহাজের মালিক ঐ জাহাজের উপরে অন্য মাশুলরক্ষক কর্ম্মকারক নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের উপর কোন প্রকার মাল লন বা অন্যের দ্বারা লন বা লইতে দেন তবে ঐ জাহাজের মালিকের ১০০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং মাশুলের কালেক্টর সাহেবের হুকুম [illegible] ঐ [illegible] হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই আইনক্রমে হুকুম হইল যে প্রত্যেক জাহাজের যে মালিকের প্রতি ঐ জাহাজের উপর এক জন মাশুলরক্ষক কর্ম্মকারককে লইবার হুকুম আছে তিনি ঐ কর্ম্মকারকের এবং তাঁহার চাকরদিগকে জাহাজের উপর যাইতে দিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারককে ও তাহার চাকরকে উপযুক্ত আশ্রয় ও থাকিবার উপযুক্ত স্থান দিবেন ও উপযুক্তমতে তাহাকে [illegible] দিবেন এবং তাহাদের উপরে পাক করিবার উপায় করিয়া দিবেন এবং এই ধারার লিখিত কোন হুকুম যদি কোন জাহাজের মালিক জানিয়া শুনিয়া পালন না করেন তবে তাঁহার ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই আইনক্রমে হুকুম হইল যে সমুদ্রপথে যে জিনিস রওয়ানা হওনের জন্য আইনমতে জিনিস তোলাইবার কোন নৌকার উপর যদি ঐ জিনিস জাহাজে উঠাইবার অনুমতি অথবা হুকুমনামা থাকে অথবা যদি ঐ জাহাজে নিযুক্ত মাশুলরক্ষক ঐ মাশুলের কাছারীহইতে জিনিস লইবার পরমিট অথবা হুকুম না পাইয়া থাকে তবে ঐ মাশুলের কোন নৌকা জাহাজের সাথে লাগান করিতে হইবেক না অথবা জাহাজের পাশে থাকিতে

দিয়া পাস হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ মাসুল চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জিনিস স্থানান্তর করে বা স্থানান্তরকরণের উদ্যোগ করে তবে ঐ২ জিনিস জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের (B) চিহ্নিত তফসীলে এমত হুকুম আছে যে চিনি অথবা রম শরাব ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের উপর ইঙ্গলণ্ডীয় কোন অধিকারে রপ্ত হইলে তাহার উপর কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না এবং ভিন্নদেশীয় জাহাজে রপ্ত হইলে কেবল শতকরা ৩ তিন টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক এক্ষণে ঐ হুকুম মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চিনি ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বায়ের বন্দরে কি অন্য কোন স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার বা বসতিতে রপ্ত হইলে সেই চিনির মাসুল মাফ হইবেক না এবং মাসুলের হার কম হইবেক না কিন্তু যেরূপে চিনি বা রম শরাব অন্য স্থানে রপ্ত হইলে মাসুল লওয়া যায় সেইরূপে এই স্থলেও মাসুল লওয়া যাইবেক এবং কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে কোন আমদানীর স্থানে বাঙ্গলাহইতে রপ্ত চিনি পঁহুছিলে আমদানীর যে মাসুল সেখানে দিতে হয় সেই মাসুলহইতে কলিকাতায় দেওয়া মাসুল বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৮ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বন্দরের ছাড়চিঠী দেওয়া গেলে পর যদি কোন জিনিস সেই জাহাজের উপর উঠান যায় এবং যদি সেই জিনিস মাসুল ফিরিয়া পাইবার যোগ্য আমদানীহওয়া জিনিস হয় তবে ঐ যে মাসুল ফিরিয়া দিতে হয় তাহা দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার উপর বিশেষ কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাসুলের কাছারিতে নাবান কোন জিনিস যে জাহাজের উপর আমদানী হইয়াছিল সেই জাহাজের নাম কাছারীর বহীতে লিখনের তারিখের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি ঐ জিনিসের দাওয়া কেহ না করে এবং মাসুল দিয়া তাহা খালাস না করে তবে ঐ জিনিসের উপর যে মাসুল দেয় তাহার নিমিত্ত এবং ঐ জিনিসের ভাড়া ও অন্য যে২ খরচা লাগিয়াছে তাহার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জিনিস বিক্রয় করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল বাঙ্গলা অথবা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দর হইতে

রপ্তহওয়া জিনিস যদি মাসুলের কাছারীর রেজিষ্টরী বহীতে লিখিত ঐ জিনিসের আমদানীর তারিখের পর দুই বৎসরের মধ্যে রপ্ত না হয় এবং যদি রপ্তহওনের সময়ে মাসুল ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না করা যায় অথবা মাসুলের কাছারীর রেজষ্টরী বহীতে রপ্তহওনের নিমিত্ত যে তারিখ লেখা যায় সেই তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে যদি ঐ জিনিসের উপর ফিরিয়া পাইবার যোগ্য মাসুলের দরখাস্ত না করা যায় তবে ঐ জিনিসের কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে দুণী এবং এদেশীয় জাহাজে আড়কাটি নাথাকে এবং মাসুলরক্ষক কর্ম্মকারক নিযুক্ত না হয় এমত দুণীইত্যাদির উপর যে জিনিস রপ্ত হয় তাহার কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫১ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ঘাটের উপর জিনিস থাকিবার ভাড়া এবং গুদামের ভাড়ার হার নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং সময়ক্রমে তাহা মতান্তর করিতে পারেন্ এবং জিনিসের সমুদ্রপথে আমদানী বা রপ্তানীহওনার্থ পাস হওনের সময়ে যত কাল ঐ জিনিস বিনাখরচায় ঘাটের উপর অথবা মাসুলের কাছারীর গুদামে রাখিতে অনুমতি দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাসুলের কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া ভারি জিনিস ডেঙ্গায় প্রেরিতহওনের পুর্ব্বে জাহাজের উপর ওজন করিতে এবং সেই ওজনানুসারে মাসুল লইতে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ধারায় ওজন করিবার বিষয়ের যে হুকুম হইয়াছে তাহাতে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া প্রতিবন্ধকতা করে তবে তাহার ৫০০ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৭ আগস্ট মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ৪ জমাদীয়ল আউওলে ঊনবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের বিষয়ে দোষ সাব্যস্ত হওয়াপ্রযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন শ্রেণীতে সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১০ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ১১ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৪ জমাদীয়ঃসানীতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ অক্তোবর তারিখঅবধি যে কোন রাজধানীতে কৌন্সেল আছে ঐ রাজধানীর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এবং যে রাজধানীতে কৌন্সেল নাহি তথাকার শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের স্বয়ং ক্ষমতা থাকিবেক যে তাঁহার রাজধানীর এক্ষণকার চলিত আইন অথবা কোন আক্ত যাহা ভারতবর্ষের

শ্রীযুত—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন—

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে জারী হইয়া এখনপর্য্যন্ত চলন আছে তাহাতে নিষেধ থাকিলেও যেপ্রকার শপথ হউক ঐ আইনের কি আক্টে নিদ্দিষ্ট থাকে তাহা মাফ করেন এবং না করেন আরো এইপ্রকারে পশ্চিম দেশের জিলা ও শহরের শ্রীযুত লেপটেনেন্ট গবরনরের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে আইন কি আক্ট উপরের উক্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে জারী হইয়া এখনপর্য্যন্ত তাঁহার জিলা ও শহরে চলিতেছে ও তাহার লিখনানুসারে শপথ লওয়া যাইতেছে তাহা মাফ করেন ও না করেন ইতি—

২ ধারা—

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে শপথ ক্ষমা করিবার যে ক্ষমতার্পণ হইল তাহা সম্প্রতিকার চলিত আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ যে শপথ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে কোন ব্যক্তিরপ্রতি চলিত আইনের নির্দ্দিষ্ট শপথ মাফ হইয়া থাকে ঐ ব্যক্তি যে বিচারকর্ত্তার সমক্ষে একপ্রকার চলিত দাঁড়ানত শপথ লওয়া যাইতেছে তাঁহার সম্মুখে ঐ শপথের পরিবর্ত্তে শপথের

পাঠে—

পাঠে আপনার দস্তখৎ সহিত সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেন ইতি—

৪ ধারা—

প্রকাশ করা যাইতেছে যে যে কোন ব্যক্তি সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ ও দাখিলকরণের পর জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা কহেন ঐ ব্যক্তি শপথ করিয়া মিথ্যা কথা কহিলে যেমত শাস্তি হয় সেইমত এক বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ কিম্বা জরীমানা অথবা ঐ দুইয়েরি যোগ্য হইবেন ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Deputy Register
and Translator of Regulations.

Calcutta: 1838.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১৭ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ১৮ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ১৮ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৩ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১ রজবে ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা শুধরিবাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর দেশসম্পর্কীয় জিলা অথবা শহরের জজসাহেবদিগের উচিত যে বিরোধি বস্তুর মূল্য টাকা অধিকহওনের কারণ তাঁহারদের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রধান সদর আমীনের সমীপে অর্পণ করা অনুপযুক্ত বোধ না করেন ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন

২ ধারা

হুকুম হইল যে উপরের লিখিত জিলা ও শহরের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারায় লেখা নানাবিধ মোকদ্দমা সদর আমীন ও মুনসেফদিগেকে অর্পণ করিতে যেং কথাতে নিষেধ আছে তাহা রদ হইল ইতি

৩ ধারা

হুকুম হইল যে উপরের লেখা দেশসম্পর্কীয় জিলা কি শহরের প্রত্যেক জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে কোন আইনে নিষেধ থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন ইতি

৪ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত না থাকিতে যেং মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে ও এই আইনের ১ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীনের আদালতে অর্পণ করা যায় এপ্রকার সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এবং জিলার আদালতহইতে

সদর

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে যেং দাঁড়া খাটে ইহাতেও সেইং দাঁড়া খাটিবেক আর প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার ফয়সলা করিলে পর যখন ঐ ফয়সলার পুনর্বিচার করিবার নিমিত্তে ঐ সকল কাগজ ফিরিয়া আইসনের বাঞ্ছা করেন তখন তাঁহার উচিত যে তাহার আরজী আপনি সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেন এবং জজসাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে আরজী পাঠাইলে যেমত তাহার শুনানি ও তহকীক হয় প্রধান সদর আমীন আরজী পাঠাইলে সেইমত হইবেক ইতি

৫ ধারা

হুকুম হইল যে যদি উপরের উক্ত দেশসম্পর্কীয় জিলা কি শহরের জজসাহেব সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাক্রমে আপনার ক্ষমতামত মুনসেফের নিযুক্তিকরণের যোগ্য কোন মোকদ্দমা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন তবে সেই মোকদ্দমা ইষ্টাম্প কাগজের খরচার বিষয় ও আপীল জারী করণের দাঁড়াতে মুনসেফের নিকটে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য হইবেক ইতি

৬ ধারা

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি এমত মোকদ্দমা প্রধান

সদর

সদর আমীনের সমক্ষে নিষ্পত্তি পায় তবে তাহার চূড়ান্ত আ পীল জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে শেষ হইবেক ও কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও ঐ মত চূড়ান্ত আপীলেতে ঐ সাহেবের ফয়সলা বলবৎ হইবেক ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি উক্ত দেশসম্পকীয় জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরণের যোগ্য কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ তবে ঐ মোকদ্দমা ইষ্টাম্প কাগজের খরচার বিষয় ও আপীল জারী করণের দাঁড়াতে প্রধান সদর আমীনের নিকটে প্রথমত উপ স্থিতহওয়া মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করা যাইবেক ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে যে দুই সদর দেওয়ানী আদালত ফোর্ট উলিয়মের রাজধানী বিলক্ষণরূপে রক্ষণা বেক্ষণ করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছে ঐ দুই আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনং এলাকার সীমারি জিলা অথবা শহরের প্রত্যেক জজসাহেবেরে আপনার আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা মুৎফরক্কা কি নম্বরী হউক যে নানাবিধ মোকদ্দমা ঐ হুকুমনামা লিখিবার সময় কি তাহার পর উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাপ্রধান সদর

অমীনকে—

আমীনকে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে অর্পণকরণের অনুমতি দেন্ আর এমত যে সমস্ত মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইবেক যে আইন ও দাঁড়া জিলা কি শহরের জজসাহেবের উপদেশ পাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ আইন ও দাঁড়ামতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক· কিন্তু প্রকাশ করা যাইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের করা এমত ডিক্রীর উপর সামান্য আপীল জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের উপর চলিত আইনানুসারে সামান্য আপীল জিলা অথবা শহরের আদালতে যদি উচিত বোধ হয় তবে প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার তারিখহইতে ৩০ ত্রিশ দিন মিয়াদ গত হইলে এবং আপেলাণ্টের তরফহইতে বিলম্ব হইবার কোন বিশিষ্ট কারণ দর্শাইতে না পারিলে এমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবেক ও শুনা যাইবেক না এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লেখা দাঁড়াক্রমে আপীলের মিয়াদ গণ্য হইবেক ইতি—

১০ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ১ প্রকরণ দূর হইল ইতি—

১১ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া মুনসেফের আমলাদিগের উপরেও খাটিবেক ইতি—

১২ ধারা—

হুকুম হইল যে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান আমীনেরা আপন২ সিরিশতার সমস্ত আবশ্যক আমলারা নিযুক্ত করেন কিন্তু জিলা ও শহরের জজসাহেব এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে উপরের উক্ত আমলাদিগের ব্যবহার উপর দৃষ্টি রাখেন ইতি—

সমাপ্ত :—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and

Translator of Regulations.

Calcutta; 1837.—Printed at the [illegible] Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৬ ষড়্বিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১৫ রজবে ২৬ ষড়্বিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে যে তারিখে সরকারী গেজেটে এমত এস্তেলা দেওয়া যায় যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর পশ্চিম দেশে গমনার্থ কৌন্সেলহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি ঐ এস্তেলার পর যে তারিখপর্য্যন্ত শ্রীযুত কৌন্সেলে পুনর্ব্বার উপস্থিত না হন্ সেইপর্য্যন্ত আইনকরণের ক্ষমতাভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৮ অষ্টাবিংশ আইন ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেক ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেক বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেক হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ইষ্টাম্পের মাসুলের কর্তৃত্ব কর্ম্ম কেবল কোম্পানির চিহ্নিত চাকরকে অর্পণ হইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৯ ঊনত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ২৯ ঊনত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ দিসেম্বর তারিখঅবধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের যে কোন আইনে এমত হুকুম আছে যে দেওয়ানী কার্য্যে অথবা রাজস্বের কার্য্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবেক সেই হুকুম সামান্যতঃ অথবা যে কোন সীমার মধ্যে উচিত বোধ হয় সেই সীমার মধ্যে রহিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ সমস্ত কার্য্যে যে ভাষা ও যে অক্ষর চলন হইবেক তাহার হুকুম করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনেরদ্বারা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তাহা সমুদয় কি তাহার কতক অংশ তিনি উক্ত তারিখঅবধি হজুর কৌন্সেলের এক আজ্ঞাক্রমে আপনার অধীন কোন কার্য্যকারককে অর্পণ করিতে পারেন এবং যে বিষয় বর্জিতরাখা উচিত বোধ করেন সেই বিষয় বর্জিত রাখিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইংরেজী ১৮৩৭ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রেসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ১৮৩৭ সালের ৫ আইন রদ হইল ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে উপরের লিখিত তারিখঅবধি এই আইনের শেষের ধারার লিখিতব্য ব্যক্তিভিন্ন হিন্দুস্থানসম্পর্কীয় দেশবাসিব্যতিরিক্ত অন্য কোন লোকের চাকরীকরণীয়

হিন্দুস্থানবাসি—

হিন্দুস্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থানের শ্রীযুত গবরনর বাহাদূরের হুকুম অথবা যিনি এমত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে ঐ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যদি তথায় কৌন্সেল না থাকে তবে ঐ শ্রীযুত গবরনর বাহাদূরের হজুরহইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন্ তাঁহার অনুমতি পত্রব্যতিরিক্ত উপরের উক্ত দেশের কোন বন্দরহইতে কোন জাহাজে লইয়া যাওয়া যাইবেক না ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে এদেশবাসি কোন ব্যক্তিকে সরকারের অনুমতিপত্রদেওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির ও তাহার স্বামি অথবা তাহার মোখ্তারকারের উচিত যে তাহারা স্বয়ং উপরের উক্ত কার্য্যকারকের নিকটে হাজির হইয়া এক কেতা একরারনামা ইঙ্গরেজী ভাষায় ও একরারদেওনিয়ার স্বীয় ভাষায় লিখিয়া দাখিল করে এবং ঐ একরারনামাতে একরারের কথা ও মিয়াদ ও নিরূপিত বেতন এবং যে বেতনের পরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে তাহা সকল লেখা থাকিবেক ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির চাকরীর একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ পাচ বৎসরের ন্যূন থাকে কি পাচ বৎসর অথবা

দশ—

দশ বৎসর কি তাহার অধিক যে মিয়াদ নিরূপণ থাকে তাহা পাঁচ২ বৎসরের ন্যূন না হয় অথবা ঐ একরারনামাতে এমত নিয়ম না থাকে যে হিন্দুস্থানবাসি যে কোন ব্যক্তিকে আপন জাহাজে লইয়া যাইতেছে তাহার চাকরীর মিয়াদ গত হইলে যে স্থানহইতে তাহাকে লইয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে আপনার খরচ দিয়া পঁহুছাইয়া দিবে এমত ব্যক্তিভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না ইতি

৫ ধারা

হুকুম হইল যে চাকরীর একরারনামা সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সময়ে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে একরারদেওনিয়া কি তাহার গোমাশ্তার স্থানে একরারনামার এজহার লন্ এবং ঐ কার্য্যকারকো ঐ একরারনামার লিখিত বৃত্তান্ত ও নিয়ম একরারদেওনিয়াকে বিস্তারিত রূপে ঠিক বুঝাইয়া দেন্ ইতি

৬ ধারা

হুকুম হইল যে একরারনামাদেওনিয়া একরারনামার লেখা অর্থ বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছে এবং অতিশয় যত্নপূর্ব্বক ঐ একরারনামার লিখিত নিয়ম শেষ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ইহা ঐ কার্য্যকারক জ্ঞাত হইলে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে একরারনামার পিঠে তাঁহার দস্তখতের নীচে একরারদেওনিয়ার

স্থানে

স্থানে আমি অমুক এই কাগজের অর্থ সমস্ত বুঝি য়াছি ইহা দেখাইয়া লন ও ঐ প্রমাণ হিন্দুস্থানবাসি লোকের জাহাজে যাইবার অনুমতিপত্রের ন্যায় হইবেক এবং তাহা একরারনামাতে ও নিয়োগে অর্পণ করা যাইবেক ও ঐ ব্যক্তি একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ গত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার স্থানে যত্নপূর্ব্বক তাহা রাখিবেক ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে যখন জাহাজের মালিক কোন ব্যক্তি আপন জাহাজে হিন্দুস্থানবাসি ২০ বিশ জনের অধিক লোককে লইয়া যাইতে চাহিয়া সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্থানে অনুমতিপত্র পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তখন ঐ কার্য্যকারকের আবশ্যক যে জাহাজের কার্য্যভার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দস্তকের দ্বারা তলব করিয়া জাহাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উত্তমতা ও খাদ্য সামগ্রী ও ঔষধের বৃত্তান্ত যাহা চাকরদিগের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া থাকে ঐ সমস্তের এজহার লন ও আপনিও তথায় যাইয়া ঐ জাহাজ দেখেন কিম্বা এমত কর্ম্ম নিরূপিত করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে আপনার দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা নিযুক্ত করেন ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে সরকারের কার্য্যকারক যে পর্য্যন্ত জাহাজের

দৈর্ঘ্যপ্রস্থ—

দৈর্ঘ্যতা ও উত্তমতা ও উপযুক্ততা ও কত খাদ্য সামগ্রী আছে [illegible] মনুষ্যের উপযুক্ত ঔষধ উত্তমরূপে আনিতে না পারেন সেপর্য্যন্ত হিন্দুস্থানবাসি ২০ বিশ জনের অধিক লোককে লইয়া যাইবার ক্ষমতা দিবেন না ইতি—

৯ ধারা

হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক অনুমতিপত্রপাওনিয়া ব্যক্তিদিগের দস্তখতী ফিরিস্তি আপনার নিকটে রাখিবেন আর তাহাতে গমনকারি ব্যক্তিদিগের নাম ও তাহারা যে দেশে বাস করে তাহা এবং অনুমতিপত্রের তারিখ ও ঐ গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে যাইবার অনুমতি পাইয়া থাকে তাহার নাম আর একরারদেওনিয়ার নাম অথবা তাহার যে উকীল তাহার তরফহইতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার নাম এবং যে জাহাজে চড়িবার অনুমতি পাইয়া থাকে ঐ জাহাজের মালিকের নাম স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবেক ইতি—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে অনুমতিপত্র প্রস্তুত হইলে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে প্রত্যেক অনুমতিপত্রের কারণ এক২ টাকার অনধিক রসুম একরারনামাপাওনিয়া কি তাহার মোখ্তারকার স্থানে লন ইতি—

১১ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন—

১১ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি জাহাজের মালিক প্র[illegible]কি ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের ইএষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেশসম্পর্কীয় কোন বন্দর কি অন্য কোন স্থানে যাই.তং লঙ্গর করিয়া হিন্দুস্থান বাসি কোন ব্যক্তিকে [illegible]র একরারনামা মানিবার নিমিত্তে ঐ স্থানের কর্ত্তৃত্বকারকের হুকুম অথবা উপরের লিখিত যে অনুমতিপত্র একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লণ্ডনের আবশ্যক তাহাভিন্ন জানিয়া শুনিয়া আপন জাহাজে উঠাইয়া লয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সমক্ষে বিচার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার জাহাজে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবার আবশ্যক হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে ঐ জাহাজে থাকা উপরের উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ৩০ ত্রিশ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি—

১২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে হিন্দুস্থানবাসি যে২ ব্যক্তি জাহাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার একরার করিয়া থাকে ও অন্য যে২ ব্যক্তি খেদমতগারীপ্রভৃতি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে জাহাজে গিয়া থাকে ঐ২ ব্যক্তি এই আইনক্রমে নিষিদ্ধ থাকিবেক না ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

G. H. Huttmann,
Bengal Military Orphan Press.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩৮ অষ্টাত্রিংশত্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ৩৮ অষ্টাত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা শুধরিবাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কি শাসনীয় কার্য্যকারক এবং কোম্পানির নিযুক্তকরা চিকিৎসক না হওননিমিত্তক লোকেল এজেণ্ট হইবার অযোগ্য বোধ করা যাইবেক না ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

Calcutta: 1838.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সিল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ৩১ একত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের লেখা যেই হুকুমেতে এমত বোধ হয় যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সমস্ত দেশে স্থাপিত টাকশালের প্রস্তুতকরা টাকার এক দিগে গ্রেট ব্রিটিন এবং আয়র্লণ্ড অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয় দেশের নুতন বাদশাহের মুখ অঙ্কিত থাকিবেক ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের

হুজুর

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন—

হজুর কৌন্সেলহইতে পুনর্ব্বায় ঐ২ হুকুম মানিবার অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ২ হুকুম মুলতবী অর্থাৎ হবে হবে থাকিবেক ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেপর্য্যন্ত পূর্ব্বের লিখিত আইন মানিবার হুকুম জারী না করেন্ সেপর্য্যন্ত চলিত টাকার এক দিগে মৃত চতুর্থ উলিয়মের মুখ রীতিমত অঙ্কিত থাকিবেক ইতি—

সমাপ্ত ঃ—

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

Calcutta: 1838.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

سال ۱۳۳۸

۱۷ متعلق بحکومت سدرا[illegible] به انضمام ترجمه تلگراف

۱۸ متعلق بحکومت [illegible] به انضمام ترجمه تلگراف

۱۹ [illegible]

۲۳ متعلق بحکومت سدرا[illegible] به انضمام ترجمه تلگراف

۲۵ ترجمه تلگراف سفارتخانه روسیه

۲۶ متعلق بحکومت سدرا[illegible] ترجمه تلگراف

فهرست خلاصه ترجمه سفارتخانه روسیه

سنه ۱۳۴۲

۱۳۴	شغلی حکومت [illegible] سالی [illegible] به حکم [illegible] نگس
	ایضاً
۳۵	ایضاً
۳۷	ایضاً
۳	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible]
عرب و [illegible]	[illegible] ایضاً

سنه ۱۳۴۸

۲	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۳	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۳	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۴	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۶	ایضاً
۸	ایضاً
۹	ایضاً
۱۰	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۱۱	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس
۱۳	ایضاً
۱۵	شغلی حکومت [illegible] به حکم [illegible] نگس

مثنی حکومت [illegible]

[illegible]

مثنی [illegible]

مثنی حکومت [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مثنی [illegible]

مثنی حکومت [illegible]

[illegible]

[illegible]

مثنی حکومت [illegible]

مثنی حکومت [illegible]

[illegible]

سال ۱۹۳۶

۱۶ متعلق بحکومت مدراس بہ بحکم ترجمہ نگشتہ

۱۷ متعلق سرکار میسور و بحکم ترجمہ نگشتہ

۱۸ متعلق بمبئی ترجمہ نگشتہ

۱۹ ترجمہ بحکم سرفتر خانہ نرسیدا

۲۰ للعاگ

۲۳ متعلق بحکومت مدراس ترجمہ نگشتہ

۲۴ للعاگ

۲۶ متعلق بعسکر نصرت اثر ترجمہ نگشتہ

۲۷ متعلق بحکومت مدراس ترجمہ نگشتہ

۲۸ للعاگ

۲۹ للعاگ

ختم جلد ترجمہ سرفترخانہ نرسیدا

سال ۱۹۳۷

۱ ترجمہ سرفترخانہ نرسیدا

۲ متعلق بحکومت بہ بحکم ترجمہ نگشتہ

ماه ۱۲۳۵

۱۳ متعلق بحکومت [illegible] بمبی به [illegible] ترجمه نگشته

۱۴ ایضاً

۱۵ متعلق بحکومت مدراس به [illegible] ترجمه نگشته

۱۹ متعلق بحکومت [illegible] ترجمه نگشته

۳۰ ایضاً

[illegible] [illegible]

ماه ۱۲۳۶

۱ متعلق بحکومت [illegible] ترجمه به [illegible] نگشته

۲ ایضاً

۳ ایضاً

۶ متعلق بحکومت مدراس به [illegible]

۷ متعلق بحکومت [illegible] به [illegible] ترجمه نگشته

۹ متعلق بعساکر [illegible] به [illegible] ترجمه نگشته

۱۲ متعلق [illegible] ترجمه نگشته

متعلق [illegible] ترجمه نگشته